

সোজা স্পোর্টস্‌ কার জন্ম বাজেট

কেউ বলছেন জনমুখী বাজেট তো কেউ বলছেন আত্মনির্ভর বাজেট। আবার কেউ বলছেন এই বাজেট জনবিরোধী। রাজনৈতিক অবস্থানে যে যার দলের স্বার্থে বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। কিন্তু আসল যে প্রশ্ন তা হলো, দেশের ১৪০ কোটি মানুষের জন্য এই বাজেটে কি আছে? ২০১৬ সালে নোটবন্দির সময় দেশবাসীকে যে সমস্ত আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সাড়ে পাঁচ বছরে তা কতটা পালিত হয়েছে? বলা হচ্ছে ডিজিটাল অর্থনীতির কথা। বলা হচ্ছে নগদহীন লেন-দেনের কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ব্যাঙ্কগুলি নগদহীন লেন-দেন বিশেষ করে এটিএম ব্যবহারে তাদের গ্রাহক তথা দেশবাসীর কাঁধে নিতানতুন ফরমান চাপিয়ে দিচ্ছে। কেন্দ্র বলছে নগদহীন লেন-দেন আর ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদের উপর চাপাচ্ছে নানা বিধি। তবে জনগণের প্রশ্ন, এই বাজেটের পর পেট্রোল, ডিজেলের দাম কত কমলো? রান্নার গ্যাসের দাম কত কমলো? চাল, ডাল, তেলের দাম কত কমলো? দেশের কত কোটি বেকারের নতুন করে কর্মসংস্থান হলো এই বাজেটে? শিক্ষা ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মানুষের খরচ কতটা কমলো? প্রতিবারই দেখা যায়, বাজেট নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের যা যা বক্তব্য বাস্তবের ক্ষেত্রে মানুষের জনজীবনে ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। আজ ব্যাঙ্কের সুদ কমছে। আজ পোস্ট অফিসের সুদ কমছে। অবসরপ্রাপ্ত বা প্রবীণরা রোজগারের যে পথ এতদিন ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসের সুদে খুঁজে পেতেন এখন তা উধাও। বাজেট নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও দেশবাসীর তো প্রশ্ন একটাই, বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন তার দাম কমলো কি না। যদিও কঠিন কঠিন শব্দের বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন বিশ্বজ্ঞনেরা। কিন্তু যারা আসল ভুক্তভোগী তাদের কথা সরলভাবে বলার মানুষই খুঁজে পাওয়া যায় না।

অঘটন ঘটালো লালবাহাদুর

● **সাতের পাতার পর** উপহার দিনো। জগন্নাথ জমতিয়া এবং দেবরাজ জমতিয়া চলতি মরশুমে সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। তবে এদিন দুই ফুটলারই বেশ ভালো খেললো। দুইটি উইং-এ অসংখ্য বল বাড়ালো জগন্নাথ। পুরোনো জগন্নাথ-র বলক দেখা গেলো এদিন। দেবরাজও বেশ পরিশ্রম করে খেললো। মূলতঃ এই দুই ফুটবলারের কারণেই লালবাহাদুর-কে অনেকটা ইতিবাচক দেখা গেলো। ম্যাচের ৪০ মিনিটে বিপক্ষের মিস পাস থেকে বল পরা যায় জগন্নাথ। তার নির্ভূত পাস থেকে বল পেয়ে লালবাহাদুর-কে এগিয়ে দেয় দর্জি তামা। গোাল হজম করার পর ফরয়ার্ড ক্লাব ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল। তাদের প্রদান শক্তি হলো এই বিদেশি চিজোবা এবং ভিদাল চিসানো। দুই বিদেশি ফুটবলারই এদিন চূড়ান্ত ফ্লপ। সুজয় দত্ত এবং আর্নণ্‌হরি জমতিয়া-রা গড়পড়তা ফুটবলের বেশি খেলতে পারেনি। ফলে ফরয়ার্ড ক্লাবের আক্রমণে সেরকম বাঁধা ছিল না। প্রীতম হোসেন মাঝমাঠে বল ধরে খেলতে পারে। দুইটি উইং-এ লম্বা বল ভাসিয়ে দিতেও পারে। পাশাপাশি গতি রয়েছে। যদিও এই ফুটবলারটিকে ফরয়ার্ডের প্রথম একাদশে দেখা যাচ্ছে না। ফুটবলপ্রেমীদের বক্তব্য হলো, প্রীতম সব সময়ই প্রথম একাদশে থাকার মতো ফুটলার। তাকে শুরু থেকে মাঠে নামালে ফরয়ার্ড-র মাঝমাঠের অনেক দুর্বলতাই দূর হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের সমতা নিয়ে আসার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়েছিল ফরয়ার্ড ক্লাব। কিন্তু এগিয়ে থাকা লালবাহাদুর আক্টা ডিফেন্ডিত খেলে ফরয়ার্ড ক্লাবের আক্রমণগুলি রুখে দেয়। পাশাপাশি বিদেশি চিজোবা এদিন একেবারেই খেলতে পারেনি। যে চোর গতি এবং ভজ তার অস্ত্র তা এদিন দেখা গেলো না। লালবাহাদুর-র রক্ষণভাগের ফুটবলাররা ডিফেন্স-কে রুখে দিতে সক্ষম হয়। ফলে চেষ্টা করেও ম্যাচে সমতা নিয়ে আসতে পারেনি ফরয়ার্ড ক্লাব। এদিনের জয়ের পর লালবাহাদুরের সুপারে যাওয়ার রাস্তা অনেকটা পরিষ্কার হলো। যদিও নিশ্চিত হতে হলে পরবর্তী ম্যাচে পয়েন্ট পেতে হবে। ফরয়ার্ড ক্লাবের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় লালবাহাদুর-র প্রতাপ সিং জমতিয়া, বালক সাধন জমতিয়া, বিশাল ছেত্রী, অনীশ গুরুং এবং ফরয়ার্ড ক্লাবের রতন কিশোর জমতিয়া, রোনাল্ডো দেববর্মা-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু!

● **সাতের পাতার পর** অনেক ক্রিকেটার উঠে এসেছে। মোটামুটিভাবে মহকুমাগুলির উঠতি ক্রিকেটাররা রাজা আসতের দিকেই তাকিয়ে থাকে। টিসিএ-র বর্তমান কমিটি গত কয়েক বছর ধরে রাজা আসরও অনুষ্ঠিত করতে পারছে না। গোটা রাজ্যে যখন একটু একটু করে ক্রীড়াক্ষেত্র স্বাভাবিক হচ্ছে তখনই যেন আরও অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ক্রিকেট। এর পুরো দায় টিসিএ-র। শুধুমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি জাহির করার জন্য একটি ক্রীড়া সংস্থাকে দখল করে বসেছে তারা। রাজা ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিমির চন্দ-র সাথেও মানিয়ে চলতে পারেনি। এদের কাছে ক্রিকেট বলতে কয়েকটি মাঠ সংস্কার এবং অজস্র শিবিরের আয়োজন করা। যে বিষয়টাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ ক্রিকেটারদের মাঠে নামানো সেই বিষয়ে তারা ভায়া ফেল। এই অবস্থায় সচিব ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করার চেষ্টা করছেন। তবে ক্রিকেট মহল আদৌ নিশ্চিত নয় যে, তার চেষ্টা আদৌ সফল হবে। কারণ বিরুদ্ধ পক্ষরাও ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগবে। অভিযোগ, কোন বিশেষ কারণে ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-র এএ অপেশাদার ভূমিকা। দুই-একটি মহকুমা সংস্থা টিসিএ-র সাথে থাকলেও অধিকাংশ সংস্থাই তাদের কার্যকলাপে বিরক্ত। কয়েকটি সংস্থা নাকি টিসিএ-র অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করে দেওয়ার পক্ষ ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তারা পিছিয়ে গিয়েছে। কারণ তাদেরকে আশঙ্ক হতে হয়েছে যে, চলতি মাসেই ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু হবে। ক্রিকেট মহল সেই আশাতেই বুক বাঁধছে।

পদকজয়ীদের বিশেষ সম্মান

● **সাতের পাতার পর** লভলিনা বরগোহাঁই, কুন্তিগির রবি চাহিয়া, বজবং পুনিয়া, ভারোত্তোলক মীরাবান্দি চানু-সহ ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশকে গর্বিত করা আখ্যলিটদের মূর্তি তৈরি করে তাঁদের সম্মান জানানো হবে এই অলিম্পিক বাঁথিতে জেনা গিয়েছে, মূর্তিগুলির উচ্চতা ১৫ থেকে ২০ ফুট হবে। থাকবে বিশেষ লাইটিংয়ের ব্যবস্থাও। যাতে রাতও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেগুলি। এছাড়াও উঠতি আখ্যলিটদের খেলায় উৎসাহ দিতেও বিশেষ পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এখানেই তৈরি হতে চলেছে ফইবার সঠিকেল ট্রাক। প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানেই করা যাবে জিম। পাশাপাশি বাচ্চাদের জন্যও খেলার নানা সরঞ্জাম থাকবে। সব মিলিয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতিসাধনে বন্ধপরিকর কেজরিওয়াল সরকার এদিকে, এই সম্মানের পাশাপাশি আরও এক বিরল সম্মান পেলেন সদ্য পয়ত্রীতে সম্মানিত নীরজ চোপড়া। ২০২২-এর লরিয়স ব্রেকথ্রু পুরস্কারের জন্য মনোনিত করা হল তাঁকে। এই পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন মোট ৬ ক্রীড়াবিদ। তাঁদের মধ্যেই রয়েছেন ভারতীয় জাতিলিন শ্রোয়ার। মোট ১৩০০ জনের প্যানেল বেছে নিয়েছে তাঁকে। প্যানেলে রয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক থেকে সম্প্রচারকারীরা। এপ্রিলে প্রকাশিত হবে বিজয়ীর নাম।

অদেখা আলো না দেখা রূপ

● **ছয়ের পাতার পর** কাকতালীয় ব্যাপার হল, সবুজ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং কম্পাংকদের দৃষ্টিতেই ৫৩০। তবে অন্য আলোর ক্ষেত্রে এরকম মিল দেখা যায় না। ট্রাফিক লাইট যখন সবুজ থেকে বদলে লাল হয়ে যায়, তখন কিছু বড় দৈর্ঘ্যের আলো উপলব্ধি করেন আপনি। প্রায় ষিগুণ দৈর্ঘ্যের। আসলে প্রতিটি লাল তরঙ্গের একটা শীর্ষ থেকে আরেক শীর্ষ পর্যন্ত প্রায় এক ইঞ্চির প্রায় দুই মিলিয়ন ভাগের এক ভাগের সমান। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তবুও আমাদের দেহে বসবাস করা জীবাণুর চেয়েও তার দৈর্ঘ্য ছোট। সবুজ আলোর তুলনায় লাল আলো বেশ ধীরে কম্পিত হয়। সেকেন্ডে এর তরঙ্গের কম্পন ৪৫০ ট্রিলিয়ন। খালি চোখে আমরা যেসব আলো দেখি, তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার। একে আরেকটা এককেও প্রকাশ করা যায়। ৪০০০ থেকে ৭০০০ আংস্ট্রম। কোন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এর চেয়ে বেশি বা কম হলে সেগুলো আমরা দেখতে পাই না। ছোট তরঙ্গের আলো বড় তরঙ্গের চেয়ে কম্পন দ্রুত পরিবর্তিত বা কম্পিত হয়। সে কারণে ছোট তরঙ্গের শক্তিও বেশি। আমরা যেসব আলো দেখি সেগুলোর শক্তি যে তুলনায় অনেক কম। দুর্বলও বলা যায়। কিন্তু ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর শক্তি এতই বেশি হতে পারে যে, তারা অণু বা পরমাণুকেও ভেঙে ফেলাতে পারে। যেমন কোন পরমাণু থেকে এক বা একাধিক পরমাণু ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে অতিবেগুনি রশ্মির মতো দ্রুত কম্পনশীল আলো। তাতে অণুর পরিবর্তন ঘটা সম্ভব এবং প্রাণিদেহে ক্যান্সারের সৃষ্টি হতে পারে। অদৃশ্য আলোগুলোর নামকরণ করা হয়েছে সাধারণত তাদের তরঙ্গের আকার কিংবা বর্ণালীতে দৃশ্যমান আলোর সাপেক্ষে তাদের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে। সে কারণে বর্ণালীতে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত আলোর অবস্থান লাল আলোর ঠিক আগে। মানে অবলোহিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল আলোর চেয়ে কিছুটা বেশি। অন্যদিকে ভাতিবেগুনি আলোর অবস্থান বেগুনি আলোর ঠিক পরে। আর তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বেগুনি আলোর চেয়ে কিছুটা ছোট। সবচেয়ে দুর্বল আলোর নাম রেডিও ওয়েভ বা বেতার তরঙ্গ। সবচেয়ে লম্বা দূরত্বের যে বেতার তরঙ্গ পাওয়া গেছে তার তরঙ্গের এক চূড়া থেকে পরবর্তী চূড়া পর্যন্ত প্রায় এক হাজার মাইল লম্বা। বিপরীতে দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গের এক চূড়া থেকে পরবর্তী পর্যন্ত দূরত্ব এক মিটারের দশ লাখ ভাগের এক ভাগ বা এক ইঞ্চির এক লাখ ভাগের এক ভাগ মাত্র। প্রতি সেকেন্ডে আপনার চোখের ভেতর কয়েকশত ট্রিলিয়ন দৃশ্যমান আলো চুকে যাচ্ছে। এদিকে সবচেয়ে ছোট ও দ্রুতগামী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গামারশ্মির এক চূড়া থেকে পরবর্তী চূড়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় এক মিটারের এক ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ। এরাই সবচেয়ে শক্তিশালী আলো। এরপর কম্পাংক সেকেন্ডে এক বিলিয়ন ট্রিলিয়ন। রেডিও ওয়েভ এবং গামারশ্মির মাঝখানে রয়েছে বর্ণালীর অন্যান্য অংশ।

ভুল রিপোর্ট

● **আটের পাতার পর** রোগীর পরিজনরা অভিযোগ তুলেছেন। যে কারণে চিকিৎসারও ভুল হয়। রোগীর পরিজনরা চাইছেন জিবি হাসপাতালের প্যাথলজিতে যাতে সূচ্যুভাবে পরীক্ষ-নিরীক্ষ করা হয়। অহলে ভুলতে হবে না হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা হাজারহাজার রোগীকে। যদিও স্কনরাহেরপক্ষ থেকেখানায়গমিকিত্তির স্কেনও মামলা করা হয়নি।

এক বৃদ্ধা

● **আটের পাতার পর** উঠেছে। প্যারাডিস টেমুহনিতে রেখে যাওয়া বৃদ্ধাকে পশ্চিম মহিলা থানায় এখন অশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এখানেই কক্স দেওয়া হয়েছে তাকে। পুলিশ মহিলার বাড়ির লোকজনদের খোঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তবে পথচলতি লোকজনদের দাবি বৃদ্ধার পরিবারের লোক জনদের বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে। তাদের জেলে না ঢুকানো হলে শুধরানো না।

মিমি,অমিত

● **প্রথম পাতার পর** আঁচল থেকে পুলিশ অনেক যুবককে তুলে নিয়ে গেছে, তাদের আর জীবিত দেখতে পাননি মায়েরা, হয় ময়দানে লাশ পাওয়া গেছে, নয়ত আর খোঁজই পাওয়া যায়নি। তেমন ঘটনা না হলেও, ফেসবুকে লেখার দায়ে বাড়ি থেকে যুবককে পুলিশ তুলে এনেছে, অথচ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন লেখার পরেও কেন তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সেই প্রশ্ন মানুষের মুখে মুখে। বিজেপি নেতা, বিধায়ক হলে প্রচারণার ব্যবস্থা আরেক বকম হয়, এভাবেই প্রমাণ হয়েছে এই হুইজনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার। মন্ত্রী মনোজ দেব এন সি দেববর্মা'র 'মৃত্যুর খবর'-এ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, কে বা কারা এমন করেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি যদিও বলেছেন যে সরকার বিষয়টা দেখবে, কিন্তু খবর লেখা পর্যন্ত তেমন কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

চারে ত্রিপুরা

● **প্রথম পাতার পর** নিয়ন্ত্রনে। এই সময়ে সারা দেশে ছয় সাংবাদিক খুন হয়েছেন, ১০৮ জন আক্রান্ত, ১৩ সংবাদ সংস্থা বা পত্রিকা আক্রমণের শিকার হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে আক্রান্ত হয়েছে ২৫ সাংবাদিক, উত্তরপ্রদেশে ২৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৬ জন, আর ত্রিপুরার ১৫ জন। জম্মু-কাশ্মীর থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত সংবাদপত্র বা সাংবাদিক আক্রমণের ঘটনা বেশিদিন দিচ্ছে দেশে দিন দিন নাগরিক পরিধি ছোট হয়ে আসছে। ২০২১ সালের ইনফর্মেশন টেকনোলজি রুলস দেখিয়ে দিচ্ছে সরকার সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করতে চায়, বলেছেন রাগ'র ডিরেক্টর সুহাস চাকমা।

বদলিনীতি

● **প্রথম পাতার পর** টিএসআরের সবকটি ব্যাটেলিয়ানে পাঠানো হয়েছে। তবে এই নির্দেশিকাগুলি নাটকের সুবেদার এর পোস্ট পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দুই ভাবে টিএসআরের ব্যাটেলিয়ান ভাগ করা হয়েছে। কঠিন এবং নমনীয় ব্যাটেলিয়ান হিসেবে এই ভাগ হয়েছে। কঠিন ব্যাটেলিয়ান হিসেবে ধরা হয়েছে ৮, ১২ এবং ১৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানকে। এই ব্যাটেলিয়ানে পাঁচ বছর থাকলে নমনীয় ব্যাটেলিয়ানে পোস্টিং এর জন্য আবেদন করা যাবে। পাঁচ বছর নমনীয় ব্যাটেলিয়ানে পোস্টিং পূরণ হলে আবারও ফিরে যেতে হবে কঠিন ব্যাটেলিয়ানগুলিকে। একজনকে চাকরির প্রথমে ন্যূনতম পাঁচ বছর কঠিন ব্যাটেলিয়ানে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বদলি বছরে দুই বার হবে। জুলাই এবং জানুয়ারি মাসে এই বদলি হবে টিএসআর জওয়ানদের সন্তানদের পড়াশুনার বিষয়টি দিত্তা করে। যে সব টিএসআর জওয়ানদের সন্তান মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের মাসেই মাসে বদলি হবে। যাতে সন্তানের পরীক্ষায় কোনও প্রভাব না পড়ে। যারা মানবিক কারণে বদলি চাইবেন ওগুলি কমান্ডেণ্টদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে। টিএসআরে ১০ বছর কর্মজীবন পূরণ করে বাড়ির কাছাকাছি টিএসআরে ইউনিটে বদলি দিতে যোগ্য হবেন। যে কোন ধরনের মানবিক আবেদনের ভিত্তিতে বদলির বিষয়টি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুমতি দিতে পারেন। এই বদলির নিয়মিকা জারির সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করা যাবে।

বিশ্বাসঘাতকতা

● **তিনের পাতার পর** সময়ে এই সংখ্যা কমানো হয়েছে যখন কৃষক মোচার দাবি ছিল শুধু ধান গম নয় সমস্ত শস্যের ওপর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য চালু করে আইন হোক। কৃষকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সরকারের বদ উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন বলে অভিযোগ করে পবিত্র কর জানিয়েছেন ফুড কর্পোরেশন ও বিকেন্দ্রিকৃত শস্য সংগ্রহ সরকারি গুদামের বরাদ্দ ২৮ কমিয়ে দেয়া হয়েছে যা প্রমাণ করছে এই দায়িত্ব সারসরি বন্ধ কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে পথ পরিষ্কার করে দিলেন অর্থমন্ত্রী। যে অভিযোগ সংযুক্ত কিয়ান মোর্চা কৃষক আন্দোলনের সময় করেছে তার বাস্তবায়ন করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।প্রমাণ হল কি কারনে কৃষি আইন আনা হয়েছিল। ঐ আইন কার্যকর করতে না পেরে এখন অন্যভাবে কৃষকদের ভাতেমারার চেষ্টায় নেমেছেন অর্থমন্ত্রী। এই প্রতিশোধ স্পৃহা দেশের কৃষকরা মেনে নেবে না বলে পবিত্র কর মন্তব্য করেন। তিনি স্পষ্ট তথ্য দিয়ে জানান বর্তমান বাজেট প্রস্তাবে সারের দাম ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে যার ফলে উৎপাদন খরচ আবার বাড়বে। তিনি জানান সারে ২৫ শতাংশ ভভুক্তি কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে যার ফল ভুগতে হবে কৃষকদের। ফসলবীমা নিয়ে এত গল্পো হয়েছে অথচ এবারের বাজেটে ফসল বীমায় ৫০০কোটি টাকা কমানো হয়েছে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী কিয়ান প্রকল্পে ১৪ কোটি কৃষক উপকৃত হবেন বলে আগাম ঘোষণা করে এখন বাজেট প্রস্তাবে তা কমিয়ে সাড়ে বারো কোটি করে আরেকটি 'জুমলা'র স্বীকৃতি অর্থমন্ত্রী নিজই দিয়েছেন বলে রাজ্য কৃষকসভার সম্পাদক দাবি করেছেন। তিনি জানান, ভুন্স্লার আরেকটা প্রমাণ হল সাড়ে বারো কোটি কৃষকদের পরিবার পিছু ছয় হাজার টাকা দেওয়া হবে ঘোষণাতে আছে যার জন্য প্রয়োজন ৭৫ হাজার কোটি টাকা অথচ বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে ৬৮ হাজার কোটি টাকার। তিনি জানান গ্রামীন পরিযায়ী শ্রমিকরা সবচেয়ে হতাশ হয়েছেন যখন দেখেছেন রেগার বরাদ্দ ২৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। এরফলে গ্রামীন অর্থনীতি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে পবিত্র কর মন্তব্য করেন। গত অক্টোবর মাস থেকে রেগার কাজ বন্ধ আজও সেই কাজের কোন নিশ্চয়তা দেয়া হয় নি। ১০০দিনের রেগার কাজের ব্যাপারেও বাজেট বন্ধুত্বায় কোন নিশ্চয়তা দেয়া হয় নি। পবিত্র কর জানান শুণু রেগাতে নয় গ্রামোন্নয়নেও বরাদ্দ কমানো হয়েছে। তিনি জানান গ্রামীন উন্নয়ন বলে এক চিৎকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী অচ্য বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হয়েছে ৩৭ হাজার ১১৪কোটি টাকা। খাদ্যেও ভভুক্তি কমানো হয়েছে ২৭ শতাংশ।

আইসিইউ-তে রেগা

● **প্রথম পাতার পর** চেয়েছিলেন তিনি। ভোট যত এগিয়ে আসছে, বিজেপি সরকারের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে আসছে দিনে দিনে। কেন্দ্রেও বিজেপি, রাজ্যেও, তাই ভাবল ইঞ্জিন, মাঝে মাঝে ট্রিপল ইঞ্জিনের কথাও শোনা যায়। রেগায় অনিয়ম আর লোপাট'র পরিণাম এখন জায়গায় পৌঁছেছে যে এখন কেন্দ্রেও বিজেপি সরকারকে আণাঘাী বছরে রেগা মঞ্জুরি ত্রিপুরাকে দেওয়া হবে কিনা, সেই চিন্তা করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এই বিষয়ক এমপাওর্ডে কমিটির এমন কড়া নির্দেশনামা পেয়ে রাজ্য সরকারের চোখের ঘুম কার্যত উবে গিয়েছে। কিভাবে আত্মস্বা এবং বিচ্যুত হওয়া অর্থ আদায় করা যায় এই ভাবনাতেই এখন চুরা ঝিঁঝেছেন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দফতরের বিশেষ সচিব। যে কারণে তারা রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদেরকে চিঠি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চুড়া বার্তা সম্পর্কে অবহিত করে জিজ জিজ জেলা থেকে আত্মস্বা হওয়া এবং বিচ্যুত অর্থ আদায়ের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু জেলাশাসকরাই বা এই বিশাল অংকের অর্থ কিভাবে আদায় করবেন। তা নিয়েও সশস্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকার এতদিন হয়তো-বা ধরেই নিয়েছিলো রেগায় যে টাকা মরিং হয়েছে তা ভোগে গেছে। যে পরিমাণ অর্থ বিচ্যুত হয়েছে তার হিসাবও বা কে রাখে? যা গেছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবে কে? কিন্তু দিল্লিতে বসে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কর্তার যে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা ছক করছেন এমন বিষয়টি তারা ঘুনাক্ষরেও টের পাননি। আর পেলেও বা কি করতেন, তা নিয়েও নানা সন্দেহ দানা বেঁধেছে। কিন্তু তারপরেও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের চিঠি পেয়ে এর উত্তর কিভাবে দেবেন কিংবা কিভাবেই বা অর্থ আদায় করবেন। এ নিয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক সূত্রের আর বাদ রাখছেন না গ্রামোন্নয়ন কর্তারা।

এমবিবিএস বেকাররা হতাশ

● **প্রথম পাতার পর** করতে পারেন। সংকট এমনিই স্তরে। কিন্তু জরুরি ও স্পর্শকাতর এ বিষয়ে কে ভাববে? রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের একটি সূত্রের মতে, গত ২০১৯ সাল থেকে রাজ্যে একসাথে বড় আকারে চিকিৎসক নিয়োগ হয়নি বললেই চলে। মাঝে কোভিড পরিস্থিতিতে কিছু চিকিৎসক নিয়োগ হয়েছে। তাছাড়া সে অর্থে চিকিৎসক নিয়োগ হয়নি। একই অবস্থা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের ক্ষেত্রেও। জানা গেছে, গত ২০০৮ সালের পর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নিয়োগ হয়নি। যারা ছিল তাদের অনেক অবসরে চলে গেছেন। আরও বেশ কয়েকজন আত্মহতী তিন চার মাসের মধ্যে অবসরে যাওয়ার কথা। যদি নতুন নিয়োগ না হয় তবে রাজ্যে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাও মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। যার খোবারত দিতে হবে রাজ্যের সাধারণ নাগরিক সমাজকে। বলা বাহুল্য, রাজ্যে এমনও হাসপাতাল থেকে রয়েছে মাত্র তিনজন কিংবা চারজন চিকিৎসক দিয়ে চলছে। ফলে মহকুমা কিংবা প্রাথমিক হাসপাতাল থেকে রোগীদের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। আর এই রোগীর তালিকা রোগীকে কোন জেলা হাসপাতালে কিংবা আগরতলায় নিয়ে আসতে গিয়ে মৃত্যুর কোলেও চলে পড়ছে। ধলাই জেলা হাসপাতাল কিংবা উনকোটি জেলা হাসপাতালে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসকের অভাবে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। বাধ্য হয়ে উনকোটি এবং উত্তর জেলার একটা বড় সংখ্যক রোগী নিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনের শিলচর এমনকি শিলং-এ পর্যন্ত ছুটতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকে আবার আসামের করিমগঞ্জ জেলার মাকুন্দা ছুটে যান কেন্দ্রীয় রোগী নিয়ে। চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে কবে নাগাদ সাধারণ রাজ্যবাসীর এই হয়রানি আর দুর্চিন্তার অবসান হবে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে রাজ্যবাসী মাত্রই প্রহর গুণছে।

ত্রিপুরার থানায় মামলা

● **প্রথম পাতার পর** বাঙালি মায়েরদের ধর্ষণের হুমকিও দিয়েছেন কবীর সুমন। তিনি তার অভিযোগে আরো জানান যে, কবীর সুমন একজন ধর্মান্তরিত মূলসলমান। তার বিরুদ্ধে আগেও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। তার স্ত্রী ও কন্যাকে অভ্যাতারের দায়ে আগেও পুলিশে অভিযোগ রয়েছে। এই তথ্য তুলে কবীর সুমনের তরফে আবার এই ধরনের অপরাধ করার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন। অভিও ক্রিপে উল্লেখিত গালিগালাজ গুলির কারণে বাঙালি অভিজালি, হিন্দু অহিন্দুদের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে পারে দাবিতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন সুরজিভ ভৌমিক। বিষয়টি নিয়ে রাধাকিশোরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অধিকারিক রাজীব দেবনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কবীর সুমনের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ জমা পড়েছে। কোন মামলা গ্রহণ করা হয় নি। অভিযোগ থিতুয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের প্রমাণ সত্যতা খুঁজে পাওয়া গেলে মামলা নেওয়া হবে। সামাজিক মাধ্যমে এই অভিও ক্রিপ প্রচারের পরই খোদ বিজেপি দলের তরফেই কবীর সুমনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। বিতর্কিত এই মন্তব্য করে পরদিন ক্ষমা চেয়েছেন। ক্ষমা চেয়ে তিনি তার সামাজিক মাধ্যম পোস্টেও ভুলিচ্ছেন, ‘ভেবে দেখলাম সেদিন টেলিফোনে এক সহনগারিককে যে গাল দিয়েছিলাম, সেটা সুশীল মামাজের নিরিখে গর্হিত কাজ। এতে কারো মনে কষ্ট কিছু হল না, মাঝখান থেকে অনেকের রেগে গেলেন, উত্তেজিত হলেন। এমনিতেই করোনার উৎপাত তার উপর ফোনে গালমন্দলাভ কী। তাই আমি সহনগারিকের কাছে, বিজেপি আওএসএস-এর কাছে এবং বাঙালিদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।’ কিন্তু পরে এই পোস্টটিও উঠিয়ে নেন কবীর সুমন।

বিলাসবহুল বাড়ি, ফ্ল্যাট আগরতলায়

● **প্রথম পাতার পর** রাজ্যের সংগঠিত মহলেই ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অসহপ্রাপ্ত মেজর সিংহা মহম্মদ রাশেদ হান্না হত্যা মামলায় গত সোমবার চট্টগ্রামের টেকনাফে রাজ্যের ওসি প্রদীপ কুমার দাস ও পরিদর্শক মহম্মদ লিয়াকত আলিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। কক্সবাজারের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মহম্মদ ইসমাইল এই রায় ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে একই মামলায় ৬ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন মাননীয় আদালত। বর্তমানে কারাগারের দুটো আলাদা কনভেন্ট হলে দু’জনকে রাখা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে অপরাধ জগতে এমন ভয়াবহতা নিয়ে কেউ মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষা পাননি। কিন্তু খবর হলো, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপের নাম জড়িয়ে গেলে এই শহরের সঙ্গে ওসি প্রদীপ কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি করে কামিয়েছেন বলে অভিযোগ। সেই অশ্লৈতিক অপেরার কেনে ওসি প্রদীপ শহরে আগরতলাতেও কয়েকটি বিলাসবহুল বাড়ি এবং ফ্ল্যাট কিনেছেন। কার হাত ধরে এই শহরে সশস্ত্র সম্পত্তি বিস্তার করেছিলেন ওসি প্রদীপ, তা এখনও জানা যায়নি। টেকনাফ মডেল থানায় ২২ মাস ধারিখে ছিলেন প্রদীপ। সে সময় সেখানে ১৪৪টির বেশি কথিত মাদক বিরোধী অভিযান ও বন্দুক নিক্ষেপ ঘটনায় অন্তত ২০৪ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন নৃহত্মক জেন্দ্রা ফকর হয়েও কাজ হয়েছে বলে প্রদীপের দিকেই অভিযোগের তির। মাদক মামলার আসামি করে শত শত নারী-পুরুষকে কারাগারে পাঠিয়েছেন ওসি প্রদীপ। হাড়-হিমকরা অপরূহ জগতের সঙ্গে যুক্ত থানার ওসি প্রদীপের এই শহরে প্রবেশ করেছেন তা খতিয়ে দেখছে বাংলাদেশ পুলিশ এবং র‍্যাগিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান তথা নারী। গত ডেড বক্স আগে কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের তত্ত্বাশী চকাকালে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। খান্দাদাশে তখন সমালোচনার বড় বায়। মূল অতিযুক্ত দু’জনের মৃত্যুদণ্ডের রায়ে এবার অপরাধী প্রাপ্তপৈ নানা বোআইনি সম্পর্কিত এবং ঘটনাবলী তত্ত্বা সামনে

জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

● **তিনের পাতার পর** উপস্থাপন করেন।তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯১৮ জন তপশিলি জাতিভুক্ত জনগণ রয়েছেন। তাদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করে দফতর কাজ করছে।তিনি জানান, তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতর থেকে রাজ্যের ৫৩টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ প্রদান করে কম্পিউটার ল্যাব চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ২৭৫০ জন যুবক-যুবতিকে স্বনির্ভরতার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সভায় অধিকর্তা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী আদর্শগ্রাম ঘোষণায় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রক থেকে রাজ্যের চিহ্নিত ৩০টি আদর্শ গ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সভায় প্রসঙ্গক্রমে চিহ্নিত এই ৩০টি গ্রামের এসসি উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা রূপায়িত করার পাশাপাশি এই গ্রামগুলিকে সবদিকে উন্নত করে তোলার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তিনি জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১৯, ৯৯২ জন এসসি ছাত্রছাত্রীকে পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ এবং ১০,২২১ জন এসসি ছাত্রছাত্রীকে পি-মেট্রিক

মথার কজায়

● **প্রথম পাতার পর** মার্কা ডিকে কুমার রিয়াং তৃতীয় এবং জেটের অফিসিয়ার প্রার্থী জীরেন্দ্র রিয়াং চতুর্থ স্থান দখল করেছিল। পরিষিদ্ধ এবং ১০/১১ মাস অতিক্রান্ত হলেও শাসকদলের সেভাবে কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। বিরোধী সিপিএম তাদের কমিউনিস্ট সংগঠনের উপর চাপি করে সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে যেতে দেখা যায়। মাসাধিককাল পূর্বে দামছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সন্মুখস্থ ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সংঘের দামছড়া শাখা অফিসটি ত্রিপ্রা মথার হঠাৎ দখলে নেয় এবং দলীয় পতাকা দিয়ে সাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজেপি’র পলিসাগর মণ্ডলের অসুগত দামছড়া হলেও বুধ কমিটি মন্ডল কমিটির তরফে কোন তৎপরতা বা প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। ‘মতায়ি বিজেপি নেতাদের জিজ্ঞাসা করেনও কোন যুথসই জবাব মিলছে না। কলমনে প্রশ্ন, তাহলে দামছড়ায় ত্রিপ্রা-মথার দাপটে শাসক মন্ত্রণেপি বাকসুফু? তবে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যেভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্ব-স্ব বরকৌশলে ময়দান কাঁপাচ্ছেও দামছড়ায় কী কারণে বিজেপি নীরব দপ্লের ভূমিকা পালন করছে তা বোঝা মুশকিল। এদিকে স্থানীয় এমডিসি তথা এলআরএর দফতরের কার্যনির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং দামছড়া সফর করে সাংগঠনিক সভা করেছেন। ত্রিপ্রা মথা দাপট যেখিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপি’র অফিস কবজা করলেও তাদের নীরবতা কী ত্রিপ্রা মথার নিকট আত্ম সমর্থন-জিজ্ঞাসা দামছড়াবাসীর।

সভানেত্রী!

● **প্রথম পাতার পর** অভিযুক্ত অনিতাকে মণ্ডলের বড় দায়িত্ব দেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নানা ধরনের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, দুর্নীতির টাকা বড় এক নেতার পরদেতেও যেতো। ওঁকে নেতাই নাকি এখন অনিতার হয়ে ব্যাটিং করছেন? মহিলা মোর্চার বড়জনাও মণ্ডলের প্রাক্তন সভানেত্রী মিত্রা রানি মজুমদার আগরতলা পুরনিগমের ১নং ওয়ার্ড থেকে বিজয়ী হয়ে কাউন্সিলার হয়েছেন। এরপর থেকেই সভানেত্রী পদের জন্য লোক খোঁজ শুরু হয়েছে। প্রদেশ বিজেপির এক প্রতাবশালী নেতা এই পদের জন্য অনিতার নাম প্রস্তাব করেছে বলে খবর পাঠে গেছে। অথচ ২০১৯ সালে নতুন নগর পঞ্চায়তের প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই অনিতার বিরুদ্ধে অনেক পর এক অভিযোগ উঠে। পুলিশ, ক্রিসআর’র চার্কর দেওয়ার দামগ্রুণেও টাকা লুট করার অভিযোগ রয়েছে এই অনিতার বিরুদ্ধে। পঞ্চায়তে অন্যান্য সনদসম্পন্ন না জানিয়ে বেস প্রকল্পের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ ছিল। অনিতাকে সরাসরে সব সমসার এক স্টোে হওয়ায় বাধ্য হয়ে সরতে হয় তাকে। এখন এই দুর্নীতিপোষণ প্রকল্পে অনিতাই বড় দায়িত্ব দিতে সব রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া তপশিলি জাতি অংশের মানুষকে রোজগার বাড়াতে তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতরকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতরের রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্প সমূহের পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সভায়

তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতরের বিভিন্ন প্রকল্পের অধগতি পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তপশিলি জাতি অংশের জনগণের শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সহ সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে তাদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্য সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এই অংশের মানুষকে বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত করে আর্থিকভাবে আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার জন্য তপশিলি জাতি

কল্যাণ দফতরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতরের মাধ্যমে রূপায়িত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা আরও বেশি করে জনসমক্ষে প্রচারে নিয়ে আসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেসব সুবিধাভোগী তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী

হয়েছেন তাদের উৎসাহিত করা এবং তাদের সাফল্য জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন। এর ফলে অন্যরাও এর থেকে অনুপ্রাণিত হবে। তপশিলি জাতিভুক্ত অংশের যে সকল মৎস্যচাষি বায়োয়ুগ্মক পদ্ধতিতে মাছ চাষে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ব্যাঙ্গ খণ্ডের সুবিধা পাবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী দফতরকে পরামর্শ দেন। পর্যালোচনা সভায় তপশিলি জাতি

রেকর্ড মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। তৃতীয় টেউয়ে রাজ্যে রেকর্ড হারে করোনা সংক্রমিতদের মৃত্যু হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুর নতুন রেকর্ডটি তৈরি হয়েছে বুধবারই। এদিন ৮জন সংক্রমিত মারা গেছেন। সংক্রমণের হার নামলেও মৃত্যু বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার ভাঁজ স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে। এখনও মৃত্যু থামাতে না পাড়ায় স্বাস্থ্য দফতরের গাফিলতি রয়েছে কিনা তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। না হলে প্রত্যেকদিনের মৃত্যু মিছিল লম্বা হতো না। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নতি হয়েছে বলে প্রত্যেকদিন গল্প শোনানো হয়। তবে করোনার মৃত্যু বন্ধ হতে না পারায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠছে। এদিনের ৮জনকে নিয়ে রাজ্যে করোনা সংক্রমিতদের মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১০জনে। এদিন অবশ্য সংক্রমণের হার নেমেছে ১.৯৯ শতাংশে। নতুন সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন ৯০জন। সংক্রমণের হার ২’র নিচে থাকার সময় রাজ্যে প্রথম ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই হিসেবে মৃত্যুর নতুন রেকর্ড স্থাপন হয়েছে ২৪ ঘণ্টায়। এদিন খোয়াই জেলা বাদ দিলে বাকি সব জেলায় আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। করোনামুক্ত হয়েছে ৭৯৮জন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ২হাজার ৮০৯ জনে। এদিকে দেশেও ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে মৃত্যু সংখ্যা। এদিন ১ হাজার ৭৩৩জন করোনা আক্রান্ত মারা গেছেন। নতুন আক্রান্তের সংখ্যা দেশেও ২৪ ঘণ্টায় নেমেছে। তবে ত্রিপুরা-সহ গোটা দেশেই আক্রান্ত কমার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে ভাবারও দাবি উঠেছে।

সংক্রমণের হার ২’র নিচে থাকার সময় রাজ্যে প্রথম ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই হিসেবে মৃত্যুর নতুন রেকর্ড স্থাপন হয়েছে ২৪ ঘণ্টায়। এদিন খোয়াই জেলা বাদ দিলে বাকি সব জেলায় আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। করোনামুক্ত হয়েছে ৭৯৮জন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ২হাজার ৮০৯ জনে। এদিকে দেশেও ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে মৃত্যু সংখ্যা। এদিন ১ হাজার ৭৩৩জন করোনা আক্রান্ত মারা গেছেন। নতুন আক্রান্তের সংখ্যা দেশেও ২৪ ঘণ্টায় নেমেছে। তবে ত্রিপুরা-সহ গোটা দেশেই আক্রান্ত কমার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে ভাবারও দাবি উঠেছে।

দুর্ঘটিত

প্রতিবাদী কলম’র বুধবারের সংস্করণে ‘নকল পুলিশ’। শীর্ষক খবরে তথ্যগত ভুল ছিল। আমরা সেই জন্য দুঃখিত। সমরজিৎ চৌধুরি খবরের প্রতিবাদ করে লিখেছেন, কিছু সমাজদ্রোহী তার সাথে শত্রুতা করেছে। তিনি এই খবর দেখে মর্মাহত হয়েছেন। প্রতিবাদী কলম তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

রৈলে পাচার গাঁজা ধরা পড়ল আমবাসায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে উৎপাদিত গাঁজা বহিঃরাজ্যে পাচারের জন্য সড়ক পথের পাশাপাশি রেলপথকেও ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। তবে সড়কপথের মত একসাথে অধিক পরিমাণে নয়, রেলপথে গাঁজা পাচার হয় অল্প পরিমাণে কিন্তু অধিক কিস্তিতে। সেক্ষেত্রে ধরা পড়লে গাঁজা বিক্রাই বাজেয়াপ্ত হয়, মালিক বা বাহক ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকেনা বললেই চলে। গাঁজা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে একবার রেলগাড়িতে চাপতে পারলেই হল। কোন এক কোনে ব্যাগ রেখে দূর থেকে নজর রাখলেই হল। যেমন বুধবার দুপুরে আগরতলা থেকে শিলাচর গামী এক্সপ্রেস ট্রেনের ডি ২ কামরায় এক ব্যাগ শুকনো গাঁজা নিয়ে চলেছিল কোন এক নেশা পাচারকারী হাহাতঃ কাছাকাছি বসেই ব্যাগ পাহারাও দিচ্ছিল সে, কিন্তু গোপন সুবে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আমবাসা জি আর পি থানার পুলিশ এ কামরায় হানা দিলে চুপিসারে কেটে পরল পাচারকারী। ফলে রেলের পরিমল দাসের নেতৃত্বাধীন জেজ পুলিশের কর্মীরা কেবল গাঁজা ভর্তি কালো ব্যাগেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। পরে ওজন পরিমাণে দেখা যায় এ ব্যাগে শুকনো গাঁজার পরিমাণ ৫ কেজি। আনুমানিক বাজার মূল্য ২৫ হাজার টাকা। রেল পুলিশ মালিক বিহীন বেআইনী গাঁজা গুলি বাজেয়াপ্ত করে। আমবাসা জি আর পি থানার পুলিশ গৌতম দেববর্মী জানান এদিনের অভিযান গোপন সুত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে হলেও উনারা নিয়মিত ভাবেই তল্লাশি অভিযান চালিয়ে থাকেন। এত সাফল্যও আসে। আগামী দিনেও তল্লাশি অভিযান আরো অধিক গতিশীল হবে বলে উনার দাবী।

মাইকিং, ৭ দিনে বকেয়া পরিশোধ না করলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ ফেব্রুয়ারি।। দেশের কোথাও সরকার তার নাগরিকদের বিনা খরচায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করে দেওয়া হবে। এই মাইকিং শুনে স্বভাবতই চোখ ছানাবড়া শহরবাসী অনেকেই-ই। এদিন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর বিদ্যুৎ দফতরের তরফে ঘোষণাটি করা হয়। বেলা ১২টা থেকে বিকেল প্রায় ৪টা পর্যন্ত অটোটি শহরের নানা পথ ঘুরতে ঘুরতে একই বক্তব্য শহরবাসীকে শুনিয়েছে। তাতে স্পষ্টত বলা হয়, আগামী ৭ দিনের মধ্যে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা হলে, বিচ্ছিন্ন করা হবে সংযোগ। মাইকিংটির শেষ পর্যন্তে বলা হচ্ছিল --- ধন্যবাদান্তে বিদ্যুৎ দফতর, ধর্মনগর। এই ঘোষণা শুনে এদিন তড়িঘড়ি অনেকেই বাতিব্যস্ত হয়ে শহরের বিদ্যুৎ দফতর কার্যালয়ে ছুটে যান। কেউ কেউ বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের বকেয়া বিল ঠিক কত তা জানার চেষ্টা করেন। তবে সকলের মুখে মুখে একটাই কথা, বিদ্যুৎ বিল ৭ দিনের মধ্যে দিতে না পারলে ফোনে প্রকাশ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া

যদি শহরের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা নিজেদের বকেয়া বিল পরিশোধ না করেন তাহলে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হবে। এই মাইকিং শুনে স্বভাবতই চোখ ছানাবড়া শহরবাসী অনেকেই-ই। এদিন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর বিদ্যুৎ দফতরের তরফে ঘোষণাটি করা হয়। বেলা ১২টা থেকে বিকেল প্রায় ৪টা পর্যন্ত অটোটি শহরের নানা পথ ঘুরতে ঘুরতে একই বক্তব্য শহরবাসীকে শুনিয়েছে। তাতে স্পষ্টত বলা হয়, আগামী ৭ দিনের মধ্যে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা হলে, বিচ্ছিন্ন করা হবে সংযোগ। মাইকিংটির শেষ পর্যন্তে বলা হচ্ছিল --- ধন্যবাদান্তে বিদ্যুৎ দফতর, ধর্মনগর। এই ঘোষণা শুনে এদিন তড়িঘড়ি অনেকেই বাতিব্যস্ত হয়ে শহরের বিদ্যুৎ দফতর কার্যালয়ে ছুটে যান। কেউ কেউ বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের বকেয়া বিল ঠিক কত তা জানার চেষ্টা করেন। তবে সকলের মুখে মুখে একটাই কথা, বিদ্যুৎ বিল ৭ দিনের মধ্যে দিতে না পারলে ফোনে প্রকাশ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া

হয়েছে, তা এককথায় নজিরবিহীন। অধিকাংশ শহরবাসীর বক্তব্য, হয়তো এটাই হবে সরকারের কাছে বকেয়া বিল প্রদান করার জন্য ৭ দিন অত্যন্ত কম সময়। অনেকের বক্তব্য নিশ্চয় এটাও হবে যে, একটি জনদরদি সরকারের পক্ষে এমন ঘোষণা করে মাইকিং করা অত্যন্ত দুঃশিষ্ট। আগামী ৭ দিন বা ১৫ দিনের মধ্যে গ্রাহকদের নিঃসন্দেহে মাইকিংয়ের মাধ্যমে বকেয়া বিল প্রদান করার অনুরোধ করা যায়। এই অনুরোধ করতে গিয়ে একেবারে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হবে— এরকম তুলনাকি ফেরমান জারি না করলেও তাই বলে এদিন সচেতন মহল দাবি করেছে। সংশ্লিষ্ট সুত্র বলছে, রাজ্যে বিদ্যুৎ দফতর থেকে এমন কোনও নির্দেশিকা পাঠানো হয়নি। একেটি মহলের বক্তব্য, না পাঠানো হলে শুধুমাত্র ধর্মনগরের বিদ্যুৎ দফতর এমন সাহস দেখাতো না। এদিন যেভাবে মাইকিং করার পর শহরের শত শত নাগরিকদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তার ভাঁজ জমেছে তা নিঃসন্দেহে ধর্মনগরবাসীকে আগামী দুঃসপ্তাহ আতঙ্কেই রাখবে।

ফায়ার স্টেশনের ফোন বোবা!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ ফেব্রুয়ারী।। জরুরী বিভাগের ফোনই যদি বোবা হয়ে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ বিপদে পড়লে যাবে কোথায় ? অন্তত, ফায়ার স্টেশন, থানা এইসব জরুরী বিভাগের ল্যান্ড ফোন যাতে সব সময় চালু থাকে তা অবশ্যই দফতরকে আগে দেখার প্রয়োজন। কিন্তু কিছুদিন পর পর জরুরী বিভাগগুলির ফোন বোবা হয়ে থাকে। বুধবার বিকেল থেকে গভীর রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দফতরের ল্যান্ড ফোন বোবা হয়ে আছে বলে অভিযোগ।



ফায়ার স্টেশনের ফোন বোবা হয়ে থাকার ফলেই বিকেলে দুর্ঘটনায় আহত দুই যুবককে উদ্ধার করতে গিয়ে জনরোধের মুখে পড়তে হয়েছিল দমকল কর্মীদের। রাতেও দুর্ঘটনার খবর আগরতলা থেকে দেওয়ার পরই বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে যায়। অভিযোগ, কয়েকদিন পর পরই বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দফতরের ফোনটি বিকল হয়ে যায়। কোন সময় ফোনটি বন্ধ হয়ে থাকে তা কর্মীরাও জানেন না। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে যখন সাধারণ মানুষ দমকল অফিসে ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন না তখন জানতে পারেন ফোনটি বোবা হয়ে আছে। কিন্তু কি কারণে কিছুদিন পর পর বিশালগড় ফায়ার স্টেশনের ফোনটি বোবা হয়ে থাকে তা বলা যাচ্ছে না। একই অবস্থা বিশালগড় থানার ল্যান্ড ফোনটিরও। অভিযোগ গত প্রায় এক বছর ধরে বিশালগড় থানার ল্যান্ড ফোন বন্ধ হয়ে আছে। সম্ভবত, বিল মিটিয়ে না দেওয়ার ফলেই বিএসএলএল কর্তৃক্ষ থানার লাইন কেটে দেয়। কিন্তু জেলা পুলিশ সুপার অফিস থেকে বিল পরিশোধ করা হয়নি বলে খবর। সাধারণ মানুষ বিপদে পড়লেই আগে অগ্নি নির্বাপক দফতর কিংবা থানায় ফোন করেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যদি এমন জরুরী বিভাগের ফোন বিকল হয়ে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ ভরসা রাখবে কার উপর?

সাফল্য তুলে ধরে ব্যর্থতার পাথরচাপা অব্যাহত জিবিতে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। এজিএমসি অ্যাড জিবিপি হাসপাতাল একের পর এক জটিল ও সফল অস্ত্রোপচারে রাজ্যের মানুষের ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুমুখ থেকে এগারো বছরের কিশোরীকে ফিরিয়ে এনেছেন ইএনটি বিভাগের চিকিৎসকগণ। এই সাফল্যে আনন্দিত কিশোরীর পরিবার পরিজন। চিকিৎসকগণ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এখন। ধলাইয়ের সালেমার বাসিন্দা এগারো বছরের নিম্ম দেববর্মার ফুসফুসে তেঁতুলের বিচি আটকে যায়। ৩০ জানুয়ারি তাকে কুলাইয়ে ধলাই



জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে প্রাথমিকভাবে ট্র্যাকোস্টিম অপারেশন করা হয়। তাকে ৩১ জানুয়ারি জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ইএনটি বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় তার ফুসফুসের ভেতর শ্বাসনালীর শাখাতে তেঁতুলের বিচি আটকে থেকে ডান ফুসফুস ভাঙলো আনন্দিত কিশোরীর পরিবার পরিজন। চিকিৎসকরা তৎক্ষণাৎ এই ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। গত এক ফেব্রুয়ারি এই ব্রেকথ্রুপে সার্জারি করেন জিবিপি হাসপাতালের ই এন টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ বিপ্লব নাথ সহ মেডিক্যাল টিম। প্রায় দেড় ঘণ্টার এই জটিল অপারেশন টিমে সাদে ছিলেন ডাঃ শংকর সরকার, ডাঃ ভূপেন্দ্র দেববর্মী, ডাঃ সুতপ্ত ভট্টাচার্য, ডাঃ শতাব্দী দাস, অ্যান্‌থেসিসিওলজিস্ট ডাঃ ভাস্কর মজুমদার সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ। জিবিপি হাসপাতালে সম্পূর্ণ মনুমূল্যে এই অপারেশন করা হয়। সফল অস্ত্রোপচার শেষে কিশোরীর অবস্থা এখন স্থিতিশীল। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পোস্টিং পেলেন সহকারী অধ্যাপকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি- অবশেষে পোস্টিং পেলেন সহকারী অধ্যাপকরা। গত পাঁচ বছর ধরে সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলিতে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ নিয়ে অপ্রস্ফায় ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত রাজ্যের যুবক-যুবতীরা। রিজেক্টি জোট সরকার আসার পর এক দফায় এই প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যায়। এর আগে বাম আমলে নিয়োগ নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা হয়। আল্লার পর বহু সময় স্থগিত হয়ে থাকে নিয়োগ প্রক্রিয়া। এর মধ্যেই কলেজগুলিতে শিক্ষক সংকটে বেহাল অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বেশকিছু বিষয়ে কোনও শিক্ষক ছিল না। যে কারণে ছাত্রছাত্রীদের চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এমনও ৩৬ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ হলেও অনেক পদ খালি পড়ে আছে বলে জানা গেছে। নতুন নিয়ন্ত্রণের দ্রুত কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। নতুন নিযুক্ত সহকারী অধ্যাপকদের বেশিরভাগ কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। টিপিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়। দ্রুত পোস্টিং দেওয়া হয়েছে সবাইকে। ডঃ মীনাক্ষী দত্তকে শান্তিরাবাজার কলেজ, ডঃ শুভ্র রায়কে উদয়পুরের নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়, ডঃ পঙ্কজ চক্রবর্তীকে দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজ, ডঃ মহুয়া চৌধুরী এবং ডঃ উমা বেগমকে সাব্রমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ, ডঃ প্রদীপ দে-কে গভাড়াড়ায় সরকারি মহাবিদ্যালয়, ডঃ অসমিতিকা সিনহাকে কমলপুর সরকারি কলেজে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ সহকারী অধ্যাপককে আগরতলার বাইরের কলেজগুলিতে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।

বাইক কিনে না দেওয়ায় আত্মঘাতী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২ ফেব্রুয়ারি।। বাবার কাছে চাহিদা ছিল বাইক কিনে দেওয়ার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাইক কিনে না দেওয়ায় একাংশ শ্রেণির ছাত্রের ফাসিতে আত্মহত্যা। ঘটনা আমতলী থানাধীন পাণ্ডবপুর এলাকায়। যুবকের নাম শুভদ্র দাস, বাবা হেমেন্দ্র দাস। অভিাবের সংসারে বাবা অনেক কষ্ট করে কৃষককে লোখাপড়া করিয়েছেন। কিন্তু ছেলের চাহিদা অন্য বন্ধুদের সাথে সরস্বতী পূজোর দিন বাইক নিয়ে যোরাফেরা করার। যার পরিপ্রেক্ষিতে সরস্বতী পূজার তিন মাস আগে থেকেই বাবার কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল তাকে বাইক কিনে দেওয়ার জন্য। কিন্তু অভিাবের সংসারে বাবা আর ছেলের চাহিদা পূরণ করতে পারেননি। সরস্বতী পূজা চলে এসেছে। কিন্তু সেই যুবকের ভাগ্যে বাইক আর জোটেনি। তাই বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ নিজ বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি বাগানে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে সেই যুবক। আর সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিকে রাত এগারোটো নাগাদ খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে আসে আমতলি থানার পুলিশ। পরবর্তী সময়ে সেই বুলন্ড মরুপেহে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

আরও পোস্টিং,আরও জট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ ফেব্রুয়ারি।। আবারও সদ্য প্রমোশনে হওয়া টিসিএস ক্যাডারদের ডিএম অফিসে ডিসি পদে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। আবার তাদের থেকে সিনিয়র ক্যাডারদের বসানো হয়েছে বিভিন্ন পদে। সদ্য প্রমোশন পাওয়া তেতাল্লিশ জনকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে উনিশজনকে ডিএম অফিসে ডিসি পদে বসানো হয়েছে। অন্যদের এসডিএম অফিসে। সদ্য কাডার হওয়া অফিসারদের ডিএম অফিসে পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে মানে তাদের সিনিয়র ক্যাডার, যারা এসডিএম অফিসে আছেন, বা ব্লকস্তরে আছেন, কার্যত তাদের উপরে বসানো হচ্ছে; তাতে প্রশাসনিকস্তরে জট পাকাজে, তাছাড়াও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না দিয়ে নতুনদের পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে,

অভিজ্ঞতা না থাকলেও, তারা এখন এসডিএম অফিসে আব ব্লকে থাকা তাদের সিনিয়র অভিজ্ঞ অফিসারদের উপরে বসছেন। তাছাড়াও পাঁচজন টিসিএস গ্রেড-টু অফিসারকে অবর সচিব অথবা বিডিও করা হয়েছে। গত কিছুদিন ধরেই পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসনে ব্যাপক বদলি চলছে, আগামী ভোটের হিসাবেই হুক সাজানো হচ্ছে বলে অনেকেই ধারণা। মহাকর্ষের অলিঙ্গ কিসফাস যে উচ্চ শিক্ষিত এক অফিসার, আগে প্রচন্ড বাম, এখন তার চেয়েও বেশি গেরক্ষা, তার জরিজুরি ধীরে ধীরে অভিনদের বাইরে আসছে বুঝতে পেরে লিক-মারতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। টিসিএস পর্যায়ে ২৪ ঘন্টা পর আবারও বদলির নির্দেশিকা জারি করলো প্রশাসন। ৫জন টিসিএস অফিসারকে বুধবারই বদলি করে দেওয়া হলো। একই সঙ্গে

অসহায় মহিলার বাড়িতে যুব মোর্টার নেতার তাণ্ডব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধিঃ আগরতলা ২রা ফেব্রুয়ারি।। বিজেপি যুব মোর্চার নেতা কর্মী পরিচয় দিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আক্রান্ত স্বামীহারা মহিলার নাম বন্দনা সাহা। আক্রান্তকারী জানান, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই দের নারায়ণ সাহা বিভিন্ন ভাবে বন্দনা সাহার উপর অত্যাচার চালায়। বলপূর্বক বাড়ি ও সম্পত্তি দখল করতে একাধিকবার বন্দনা সাহাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

লৈকিকভাবেও আক্রমণ করে। অভিযোগ, ঘটনার পর নন্দনগর মসজিদ পাড়ার এক বৃদ্ধা, পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার পরও বন্দনা সাহা এবং তাঁর ছেলে মেয়েদের বেধার করার বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত করে বন্দনার দেবার নারায়ণ সাহা। এ ঘটনা নন্দনগর মসজিদ পাড়ার প্রায় সবাই অবগত। কিন্তু কোভিডবৈই বড় ভাইয়ের স্ত্রী বন্দনা সাহাকে বেধার করতে না পেরে আজ সমাজবিরোধীদের দিয়ে বন্দনার বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়ির গেইট, সীমানার বেড়া ভাঙুংর পুলিশের কাছে অভিযোগ করে।

কিন্তু পুলিশ আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সদত কারণেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আক্রান্ত স্বামীহারা মহিলার নাম বন্দনা সাহা। আক্রান্তকারী জানান, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই দের নারায়ণ সাহা বিভিন্ন ভাবে বন্দনা সাহার উপর অত্যাচার চালায়। বলপূর্বক বাড়ি ও সম্পত্তি দখল করতে একাধিকবার বন্দনা সাহাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। লৈকিকভাবেও আক্রমণ করে। অভিযোগ, পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার পরও বন্দনা সাহা এবং তাঁর ছেলে মেয়েদের বেধার করার বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত করে বন্দনার দেবার নারায়ণ সাহা। এ ঘটনা নন্দনগর মসজিদ পাড়ার প্রায় সবাই অবগত। কিন্তু কোভিডবৈই বড় ভাইয়ের স্ত্রী বন্দনা সাহাকে বেধার করতে না পেরে আজ সমাজবিরোধীদের দিয়ে বন্দনার বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়ির গেইট, সীমানার বেড়া ভাঙুংর পুলিশের কাছে অভিযোগ করে।

‘কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। বাজেট ইম্যুতে মুখ খুললেন সারা ভারত কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র করা। তিনি বলেছেন, এই বাজেট কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। গত ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সংসদে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য যে বাজেটের প্রস্তাব পেশ করেছেন তা পুরোপুরি দেশের কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি মনে করে। বিশেষ করে কৃষকদের প্রতি চরম উদাসীনতা সহ প্রতিশোধ স্পৃহা স্পষ্ট করে মোদী সরকারের অত্যন্ত প্রিয় অর্থমন্ত্রী বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে কৃষকদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে কৃষি আইন ফেরত নেওয়া হলোও কৃষকদের পিসে মেরে ফেলার সমস্ত প্রয়াস

অব্যাহত থাকবে। কৃষক আন্দোলনের চাপে কৃষি আইন বাতিলের আগে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বেড়ালেও তা যে ছিল লোক দেখানো তা প্রমান হয়েছে এবারের বাজেটে। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এক লাখ কোটি টাকা বরাদ্দ ছাঁটাই করার মাধ্যমে কৃষকদের তাঁর অনুরাগ নাকি বদলার প্রতিফলন তা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ২০২১-২২ অর্থ বছরে কৃষিও তহবিল ক্ষেত্রে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৪৯লাখ২৪ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। এবার সব মিলিয়ে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ লাখ৭০ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। কৃষক আন্দোলনের সময়ে সংযুক্ত কিয়ান মোর্চার অন্যতম দাবি ছিল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি নিশ্চয়তা।

তার ধার কাছ দিয়েও হাঁটেন নি অর্থমন্ত্রী। উল্টে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বরাদ্দ কমিয়ে কৃষকদের শিক্ষা দিতে চাইছেন বলে মনে করছে রাজ্য কৃষক সভা। রাজ্য কৃষক সভার সম্পাদক পবিত্র কর উর্পারোক্ত তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রস্তাবের বক্তৃতায় বলেছেন ২২-২৩ সালে ধান ওগমের সংগ্রহ মূল্যের জন্য ২.৩৭লাখ কোটি রাখা হয়েছে। কিন্তু গত বছরের বাজেটে তা ছিল ২.৮৮ লাখ কোটি টাকা। সরকার তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে গত বছরে এর থেকে কৃষি সুবিধা পেয়েছিলেন ১কোটি ৯৭ লাখ জন কৃষক এবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর জাতির করে ছোটনা। ফলে সাধারণ মানুষ ভয়ে মুখ খুলতে চায়না।

● **এরপর দুইয়ের পাভায়**

ফাঁকা হচ্ছে তৃণমূল, সুদীপ টিমে ফিরে এলেন শ্যামল, শুভেন্দু’রা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। ফাঁকা হচ্ছে তৃণমূল শিবির। আগরতলা পুর নিগমের তৃণমূলের শীর্ষ শীতল প্রার্থীরা আবার সুদীপ রায় বর্মণের টিমেই মনোনিবেশ করেছেন। যদিও এটিই তাদের ধ্যান-জ্ঞানের আস্তানা। স্বাভাবিক কারণে সুদীপ রায় বর্মণ যেখানে তারা আছেন সেখানে ভাবনায় বুধবারের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। আগরতলা পুর নিগমের কর্মচারীদের প্রার্থী শ্যামল পাল, রত্না সিনহা, শুভেন্দু চক্রবর্তী, জ্যোতি ভূষণ ধর সহ আরো অনেককেই দেখা গেলো এদিনের বৈঠকে। দোষি পাটি এই রাজ্যের রাজনীতিতে দল ভাঙানোর খেলায়



রক্তদানে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে ঃ মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে হামলার শিকার হওয়ার ঘটনাকে আরও একবার তুলে ধরলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি বলেছেন, এখন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। কারণ, এটি মানবিক সেবামূলক কর্মসূচি। বামপন্থী বিভিন্ন ছাত্র যুব সংগঠন বরাবরই এই ধরনের কর্মসূচি পালন করে আসছে। অথচ এইসব কর্মসূচিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিন্দার ভাষা নেই। মানিক সরকার সাবলীল ভাষায় বিষয়গুলো তুলে ধরে এও বলেছেন, এখন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে প্রত্যেক জায়গায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। এমনই একটি আয়োজনে অংশ নিয়েছেন

তিনি। উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, সদর বিভাগের পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে জেইল আশ্রম রোডস্থিত পাটি অফিসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন ছিলো। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেছেন, এই ধরনের আয়োজন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের কর্মসূচি পালন করার কথাও বলেছেন তিনি। এই আয়োজনে অনল চক্রবর্তী, পলাশ ভৌমিক, সঞ্জয় দাস, দীপাঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। গোটা আয়োজন ঘিরে ব্যাপক সাড়া লক্ষ করা গেছে। এই সময়ের মধ্যে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান সহ নানা

সেবামূলক কর্মসূচি জারি রেখেছে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন। উপজাতি যুব ফেডারেশন তাদের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যব্যাপী রক্তদান শিবির ছাড়াও অন্যান্য সেবামূলক কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বিভিন্ন দিবসকে সামনে রেখে এখন ধারাবাহিকভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে। এর পাশাপাশি তারা নিয়ম মাসিক রক্ত সংকটের খবর পেয়ে নিজেদের মতো করেও এই আয়োজনে शामिल হচ্ছে। সরকারে থাকা আর না থাকা দু’য়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চায় না এই বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন। তাদের ভাষায়, সরকারে নেই দরকারে আছে বামপন্থীরা।

১৭ মার্চ শুরু

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ১৭ মার্চ থেকে দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভার একাদশমত অধিবেশন শুরু হবে। ভারতীয় সংবিধানের ১৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্থ এই অধিবেশন আহ্বান করেছেন। ত্রিপুরা বিধানসভার সচিবালয় থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জেআরবিটি-তে

আবারও বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। জেআরবিটির ফলাফল ঘোষণা না হওয়ায় আবারও আন্দোলন হলো। বুধবার পরীক্ষার্থীরা জেআরবিটি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে গেছেন। তারা আগামী ৭ দিনের মধ্যেই ফল ঘোষণা করার দাবি করেছেন। এই সময়ের মধ্যে ফল ঘোষণা না হলে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও বেকার পরীক্ষার্থীদের দাবি। তাদের মধ্যে একজন অমিত সাংবাদিকদের জানান, গত আগস্ট মাসে জেআরবিটির গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি’র পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ছয় মাস পরও পরীক্ষার ফল ঘোষণা করতে পারেনি জেআরবিটি। এর আগেও সরকার পরীক্ষা বাতিল করেছে। অনেক বেকারের বয়সের সর্বোচ্চ সীমা পেরিয়ে গেছে। এই মহুর্ত আবারও পরীক্ষা বাতিল হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন রাজ্যের হাজারো বেকার। আমরা চাই ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই যাতে ফল ঘোষণা করা হয়। জেআরবিটি-তে আমরা আগেও পরীক্ষা ফল ঘোষণা করার দাবি নিয়ে এসেছিলাম। প্রত্যেকবারই বলা হয়েছিল, জানুয়ারির মধ্যে ফল ঘোষণা হবে। অফার পর্যন্ত দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে কোনওটিই হয়নি। এখন বলা হচ্ছে খাতা দেখার প্রক্রিয়া চলছে। আমরা এই সমস্যার সমাধান চাই। আমাদের জীবন নিয়ে এভাবে খেলাধুলা করা যাবে না।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। বেকারদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণের কথা বলা হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলন তেজি হচ্ছে। কারণ, যা কথা দেওয়া হচ্ছে সেই কথা রাখা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকারের দফতরেই বেকারদের নিয়ে ‘টিলবাহানা’ করা হচ্ছে। অভিযোগ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের সামনে কথা বলছেন নেতা-মন্ত্রীরা। বাজেটকে কেন্দ্র করে সরাসরি অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা। বিগত বছরের তুলনায় এবারের বাজেট কর্মসংস্থান কমানো হয়েছে বলে অভিযোগ। স্বাভাবিক কারণে বাজেট ইস্যুতে আগরতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে। এআইইউওয়াইএসসি’র সংগঠনের উদ্যোগে কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে আগরতলায়। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে রেল মন্ত্রক ডেড লক্ষ গ্রুপ ডি শূন্য পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। দীর্ঘ দুই বছর পর ২০২১ সালে এনটিসিপি ৩৫২৭৭টি পদের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করে। ২০২ সালের জানুয়ারি মাসে ফল প্রকাশ করে। প্রথমে আরআরবি বলেছিলো, একবার পরীক্ষা নেওয়ার পরেই নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। এদিন এই বিষয়গুলো তুলে ধরে সংগঠনের তরফে আলোচনা করা হয়েছে, ফল প্রকাশের পরে আবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে যারা প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসতে হবে বলে বলা হলো।



বেকার আন্দোলন তেজি হচ্ছে রাজ্যে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। বেকারদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণের কথা বলা হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলন তেজি হচ্ছে। কারণ, যা কথা দেওয়া হচ্ছে সেই কথা রাখা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকারের দফতরেই বেকারদের নিয়ে ‘টিলবাহানা’ করা হচ্ছে। অভিযোগ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের সামনে কথা বলছেন নেতা-মন্ত্রীরা। বাজেটকে কেন্দ্র করে সরাসরি অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা। বিগত বছরের তুলনায় এবারের বাজেট কর্মসংস্থান কমানো হয়েছে বলে অভিযোগ। স্বাভাবিক কারণে বাজেট ইস্যুতে আগরতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে। এআইইউওয়াইএসসি’র সংগঠনের উদ্যোগে কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে আগরতলায়। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে রেল মন্ত্রক ডেড লক্ষ গ্রুপ ডি শূন্য পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। দীর্ঘ দুই বছর পর ২০২১ সালে এনটিসিপি ৩৫২৭৭টি পদের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করে। ২০২ সালের জানুয়ারি মাসে ফল প্রকাশ করে। প্রথমে আরআরবি বলেছিলো, একবার পরীক্ষা নেওয়ার পরেই নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। এদিন এই বিষয়গুলো তুলে ধরে সংগঠনের তরফে আলোচনা করা হয়েছে, ফল প্রকাশের পরে আবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে যারা প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসতে হবে বলে বলা হলো।



ফলে বিহার, উত্তরপ্রদেশের কোনও কর্মপ্রার্থীরা রাস্তায় নেমে আরআরবি’র বিরুদ্ধে দায়েদার দেখাতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ও রেলমন্ত্রক কোনও দায়ভার গ্রহণ করেনি। কর্মপ্রার্থীরা রেললাইনে বিক্ষোভ দেখায়। রেল পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ চালিয়েছে। টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়েছে। জল কামান ব্যবহার করা হয়। জমিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। বেকারদের উপর এ ধরনের অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে এই সংগঠন জাতীয় কর্মসূচি সংগঠিত করেছে। ২ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন বটতলায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য আহ্বায়ক ভবতোষ দে। তিনি বলেছেন, আরআরবি এনটিসিপি’র পরীক্ষার ফলাফলে অসঙ্গতি দূর করে নিয়োগ প্রক্রিয়া অবিলম্বে সম্পন্ন করা, আরআরবি’র পূর্ব সূচি অনুযায়ী গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের জন্য একবারই পরীক্ষা দেওয়া, বিক্ষোভের ডাক চাকরি প্রার্থীদের উপর বর্বর অক্রমণের জন্য পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী যুবকদের রেলের চাকরিতে রেযোগ ঘোষণা করার আদেশ প্রত্যাহার, বিক্ষোভকারীদের উপর জামিন অযোগ্য ধারার প্রত্যাহার ইত্যাদির দাবি সংগঠন উত্থাপন করেছে। এসব দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত হবে বলে বক্তারা দাবি করেন। তারা এও বলেছেন, গোটা দেশেই বিজেপি সরকার বেকারদের কর্মসংস্থান সংকোচিত করছে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরায়ও বেকারদের নিয়ে ছেলেখেলা শুরু হয়েছে। কারোর কারোর মতো ত্রিপুরায়ও বেকার আন্দোলন তেজি হচ্ছে। বাস্তবিক বিষয়গুলো নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতে করে অনেকেই অনেকের মতো করে প্রতিবাদে शामिल হচ্ছে। তবে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্যান্য ইস্যুর সাথে বেকার ইস্যুও এখন জ্বলন্ত। একে পুঁজি করে ময়দান কাপালেও বর্তমান শাসক দল বাম আন্দোলনে এই ইস্যুতেই সরব ছিলো সবচেয়ে বেশি।

গান স্যালুটে শেষ শ্রদ্ধা



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের মরদেহ বুধবার সকালের বিমানে রাজ্যে আনা হয়। তার মরদেহ ত্রিপুরা বিধানসভা ভবনে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাক্তন অধ্যক্ষের প্রতি পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী ও উপাধ্যক্ষ বিশ্বম্ভর সেন, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক ডানুলাল সাহা, বিধায়ক রতন ভৌমিক, বিধায়ক সহিদ চৌধুরী, বিধানসভার সচিব ও অতিরিক্ত সচিব সহ বিধানসভার কর্মচারীবৃন্দ। বিধানসভা ভবনে তার মরদেহের প্রতি গাউ অব অনার জানানো হয়। পরে তার মরদেহ সচিবালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী মীরা দেববর্মী, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, মুখ্যসচিব কুমার অলক, সচিব টি কে চাকমা এবং সচিবালয়ের কর্মীবৃন্দ। উল্লেখ্য,

১ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় কলকাতাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিকে, ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্থ গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর শোকবার্তায় বলেন, শ্রীদেবনাথ ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রীপদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে একটি গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের

প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রাক্তন অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের মৃত্যুতে রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে শোক বার্তায় চেয়ারম্যান শ্রীদেববর্মী মন্তব্য করেন। এদিকে মুখ্যনির্বাহী মন্তব্য করেন। এদিকে মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া পৃথক বার্তায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান। এদিকে, রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শাসক বিরোধী সকলেই। সিপিএম রাজ্য দফতরে এদিন রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ’র মরদেহ আনা হলে সেখানে পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার, রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী সহ সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তার আগে বিমানবন্দর থেকে মরদেহ বিধানসভা ও মহাকরণে আনা হয়। সেখানে উপস্থিত সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

বেসরকারির ছায়া, আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। বেসরকারিকরণের ছায়া আছড়ে পড়লো লেখুছড়াহিত ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্র। ২০ থেকে ২৫ বছর কাজ করিয়ে প্রায় দেড় শতাধিক শ্রমিকদের শেষ পর্যন্ত ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিতে চলছে লেখুছড়াহিত ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্র। বুধবার এরই প্রতিবাদে লেখুছড়ার এই কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্র বা আইসিএআর-এ ধর্মীয় বসেন শতাধিক শ্রমিক। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত ২০ থেকে ২৫ বছর যাবৎ এরা বিভিন্ন পদে কাজ করে চলেছেন। এতদিন এই শ্রমিকদের বেতন ভাতা আইসিএআর কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব তহবিল থেকে দিতো। সম্প্রতি শ্রমিকরা তাদের টাকা চাইতে গেলে আইসিএআর’র কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে। এতেই শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। সেদিন থেকেই



দেয়। রীতিমতো শ্রমিকদের ঘুমে রেখে তাদেরকে ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিতে চলছে আইসিএআর। ঘটনার সূত্রপাত প্রায় নয়দিন আগে। সেই সময় কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের তাদের দেনা-পাওনার জন্য ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে। তাতেই শ্রমিকদের সন্দেহ হয়। শ্রমিকরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে, কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তাদের কাজকর্ম, নিয়োগ ও ছাঁটাই সবকিছুর দায়িত্ব এক ঠিকাদারের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাতেই শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। সেদিন থেকেই কর্মবিরতি পালন করছিলেন শ্রমিকরা। বুধবার ঊর্ধ্বোচ বৈঠকে এই শতাধিক শ্রমিক লেখুছড়াহিত আইসিএআর কার্যালয়ে ধর্মীয় বসে পড়ে। শ্রমিকদের পক্ষে শেখর ঘোষ জানান, দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ এই শ্রমিকরা আইসিএআর’র অধীনে গাড়ি চালক, মালিক-সহ নানা কার্যিক শ্রমের কাজ করে আসছিলেন। কিন্তু গত মাসে শ্রমিকদের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই তাদের দায় দায়িত্ব

ঠিকাদারদের দিয়ে দেওয়া হয়। এনিয়ুে ক্ষোভ ছড়ায় শ্রমিকদের মধ্যে। শ্রমিকদের একটাই দাবি, তাদের কাজকর্ম বেতন-ভাতা ইত্যাদির দায়িত্ব আবার মতো আইসিএআর কর্তৃপক্ষ নিজ হাতে রাখুক। ঠিকাদারের অধীনে কাজ করতে রাজী নন শ্রমিকরা। বিষয়গুলো নিয়ে আইসিএআর লেখুছড়া কেন্দ্রের প্রধান বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গেও শ্রমিকরা দেখা করে এর কারণ জানতে চান। কিন্তু বিশ্বজিৎ দাস কোনও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। শুধু তাদের দাবি লিখিত আকারে জমা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু আদৌ তাতে কোনও পরিবর্তন আসবে না জেনেই শ্রমিকরা বুধবার ধর্মীয় বসেছেন। শ্রমিকদের বক্তব্য, তাদের দাবি না মানা হলে এই কর্মবিরতি চলতে থাকবে। এদিকে, আইসিএআর সূত্রে খবর, এই দেড় শতাধিক শ্রমিক কর্মবিরতিতে থাকায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে কাজকর্ম। যাতে আগামীদিনে সরাসরি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন রাজ্যের কৃষকরা।

বোরো ধান চাষ শুরু তুফানিয়ালুঙ্গায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বামুটিয়া, ২ ফেব্রুয়ারি।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনস্থ গ্রাম যোজনার অন্তর্গত উত্তর লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুফানিয়ালুঙ্গায় ৫৫ কানি জমিতে শ্রীপদ্মতিতে হাইব্রিড বোরো ধান রোপণ শুরু হয়েছে। অন্য ২২০ ফেব্রুয়ারি মোহনপুর মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক ড. উত্তম সাহা-এর আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন। উনার সঙ্গে ছিলেন বড়জুলা কৃষি সেক্টর অফিসার রাজু রবিদাস। এছাড়া উত্তর লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অরুণ রাউতিয়া-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। তত্ত্বাবধানে আছেন স্থানীয় গ্রামসেবক সোমেশ্বর রায়। কৃষি তত্ত্বাবধায়ক ড. সাহা জানান, এক হেক্টর জমিতে ৯ হাজার টাকার মতো কৃষকদের দেওয়া হবে। এর থেকে কৃষকরা সার, বীজ-সহ প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারবেন এবং ধান চাষে এগিয়ে আসতে পারবেন। শ্রী সাহা আরও জানান, এ বছর মোহনপুর মহকুমায় ধান চাষের ফলন ভালো হয়েছে। মোহনপুর এবং বামুটিয়ার সহায়ক মূল্যে ধান গত বছর থেকে দ্বিগুণ হয়েছে। বামুটিয়ায় ৬২০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়। আগামীদিনে কৃষকদের আর দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কাজ করছে। এর জন্য রয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প। হাইব্রিড বোরো ধান চাষ-সহ বিভিন্ন চাষের উৎপাদন দ্বিগুণ করার জন্য সরকারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে আহ্বান জানান।

ত্রিপুরা পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শংকর সেনগুপ্ত বলেছেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে, পুঁজিপতিদের উৎসাহিত করবে। বেকারদের হতাশা করার বাজেট। অয়কর ছাড়া না দেওয়ায় মধ্যবিত্ত, কর্মচারীদের চরম বঞ্চনা করার শামিল। এই বাজেট কৃষকদের আরও হতাশা করেছে। এই বাজেট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নতুন করে কথা বললেও বিগত বাজেটের সময় বলা হয়েছিল, বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি হবে। আসলে তা মিথ্যার প্রতিশ্রুতি। বাজেট ইস্যুতে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শংকর সেনগুপ্ত বলেছেন, এই বাজেটে কর্মচারীদের মহাঘর্ষাতা, পেনশন, এক পেশ এক বেতন কাঠামো এর কোনও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। শ্রমিক, কর্মচারী, মধ্যবিত্তদের বঞ্চনার বাজেট বলে তিনি দাবি করেন।

ইটভাটায় শিশুশ্রম বাড়ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ ফেব্রুয়ারি।। ইটভাটগুলিতে আবারও শুরু হয়েছে শিশুশ্রম। সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে শিশুশ্রমে ছেয়ে যাচ্ছে ইটভাটগুলি। এছাড়াও নানা ধরনের অনিয়ম শুরু হয়েছে ইটভাটায়। বুধবার বিলোনিয়া মহকুমার কয়েকটি ইটভাটায় এই ধরনের দৃশ্য দেখা গেছে। কয়েকটি ইটভাটায় গিয়ে শিশুশ্রমও পাওয়া গেছে। পূর্ব কল্যাণীয়া পঞ্চায়েতে মাইছড়াঘাটতে লোকনাথ রিক্স ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে। এখানে শিশুদের ইট তৈরি করতে দেখা গেছে। একই অবস্থা আশাপাশের ইটভাটগুলিতেও। অভিযোগ, দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের প্রয়োজনীয় কাগজ ছড়াই এই ধরনের ব্যবসা চলছে। ইটের দাম এক লাফে ১৫ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। দাম বৃদ্ধি নিয়ে জেলা প্রশাসন এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে জানা গেছে। গত বছরই ইটভাটগুলি অনিয়মে চলায় জরিমানা করেছিল দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। কিন্তু আবারও একই অনিয়ম চলছে। শিশুশ্রম করলেও শ্রম দফতর নির্বাক। এখন পর্যন্ত শ্রম দফতর থেকে ইটভাটগুলিতে অভিযান করে না বলেই জানা গেছে। যে কারণে শিশুশ্রম আরও বাড়ছে। দফতরের কয়েকজনকে পকেটে টাকা গুজে দিলেই সব ঠিক হয়ে যায় বলে জানা গেছে। এসব কারণেই দূর্নীতি প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

পুলিশ রিমান্ডে লরির চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম, ২ ফেব্রুয়ারি।। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ গত ২৭ জানুয়ারি প্রচুর গাঁজা-সহ ১০ চাকার লরি আটক করেছিল। ওই লরির চালক খুশনুর আলমকে বুধবার বিশ্রামগঞ্জ আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের তরফ থেকে আদালতের কাছে ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। আদালত অভিযুক্তের ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই প্রথমে অভিযুক্ত চালককে আদালতে পেশ করা যায়নি। পুলিশের ধারণা তাকে জেরা করলে হঠাৎে অনেক তথ্য জানা যেতে পারে। তাই অভিযুক্তকে এখন জেরা করছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। ২ দিনের রিমান্ড শেষে তাকে পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
ইস্টার্ন মেডিকেল হল
৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ : পারিবারিক ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিঘ্নের যোগ আছে।
বৃষ : পারিবারিক ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে উর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন।
মিথুন : সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ ফল পাওয়া যাবে। অকারণে দৃষ্টিভ্রান্তি এবং অত্বেক কিছু সমস্যা দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।
কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে জ্ঞানীওণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও শুভ কাজযোগে সম্ভব হবে।
পারিবারিক ব্যাপারে কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনা, তবে ব্যবসায় লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু মনোকেষ্টের যোগ আছে।
সিংহ : প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক উন্নতির যোগ আছে।
আর্থিক ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।
কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে অধিক উৎকর্ষ ও দৃষ্টিভ্রান্তি থাকবেন। ব্যবসায় লাভবান হবার যোগ আছে।
তুলা : সরকারি কর্মে উর্ধ্বতনের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল। শিল্প সম্ভার্য কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার।
বৃষ্টিচক্র : কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত করতে হবে। সরকারি কর্মে নানান বাহ্যিক সমস্মুখীন হতে হবে। স্বাস্থ্য নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্তি থাকবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ আছে।
ধনু : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিঘ্নের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষতি বা বাহ্যিক জড়িয়ে পড়তে পারেন। দিনটিতে সতর্ক থাকবেন।
মকর : সরকারি কর্মে চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। উর্ধ্বতনের সঙ্গে মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দৃষ্টিভ্রান্তি বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যর মতো পরিবর্তন করবেন না। তবে কোন অসুবিধা হবে না।
কুম্ভ : প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত থাকবেন কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। সরকারিভাবে কর্মে উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ভাব শুভ। ব্যবসায় লাভবান হবার লক্ষণ আছে। প্রণয়ে অগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।
মীন : পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হওয়ার দিন।
প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়। সম্মানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

গোষ্ঠী কোন্দল চরমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ ফেব্রুয়ারি।। স্ব-দলীয়দের ক্ষোভ এখন চরম মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে। যে কারণে নেতারা এখন প্রকাশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে পিছপা হচ্ছে না। পঞ্চায়েতের

পঞ্চায়েতে বুধবার ৯ জন পঞ্চায়েত সদস্যের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভোটাভূতি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রধান রানা সিনহাকে পদচ্যুত করার বিষয়টি অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না। তাই তারা

প্রশ্নয় না দেওয়ার কারণেই তার বিরুদ্ধে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। এমন কেউ বলতে পারবেন না প্রধান রানা সিনহা কোন বৈআইনি কাজের সাথে জড়িত। তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের জেরে এদিন আর

নির্বাচনের আগে রানা সিনহা দুষ্কৃতিদের হাতে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, রানা সিনহা’র বিগত দিনের বিভিন্ন কাজকর্মের প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসী এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে আসলেও উপর মহলের নেতারা চূপ কেন? এদিন দিনভর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা যায়। ভোটাভুতি করার জন্য রুক থেকে একজন আধিকারিকে প্রিসাইডিং অফিসার বানিয়ে পঞ্চায়েতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনিও এই পরিস্থিতিতে হতচকিত হয়ে পড়েন। দিনভরের হট্টগোলে পঞ্চায়েতের সভা ভেঙে যায়। পড়াভুতি হয়নি। দুই পক্ষের সমর্থকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভে এলাকার পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত বলে খবর।



প্রধানকে গদিচ্যুত করার জন্য মাঠে নেমেছে একটি অংশ। অপরদিকে তার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির নেতাও। বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শনিছড়া

পঞ্চায়েতে এসে ক্ষোভ জানান। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্যও সেখানে ছুটে আসেন। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, পঞ্চায়েত প্রধান নেতাদের কথা মত দুর্নীতিতে

ভোটাভুতি হয়নি। তবে যারাই প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তারাও হয়তো বিষয়টি নিয়ে চূপ করে থাকবেন বলে মনে হচ্ছে না। ২০১৮ সালের বিধানসভা

আবারও রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতা

প্রতিবাদী কলম থতিনিধি, কদমতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। আবারও নেশা কারবারিকে জালে তোলার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হল রাজ্য পুলিশ। তবে তারা ব্যর্থ হলেও অসম পুলিশ নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করেছে। সেই কারণেই গাঁজা-সহ এক কারবারিকে জালে তোলা সম্ভব হয়। মঙ্গলবার রাতে এমএল০৫এস৯৪৩২ নম্বরের বাস চেষ্টে গাঁজা নিয়ে ওয়ালাটির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল লোহন মাহাতো। ওই ব্যক্তি রাজ্য পুলিশের চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হলেও অসম পুলিশ তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। যাত্রীবাহি বাসটি ত্রিপুরার গডি অতিক্রম করে অসমে প্রবেশের মুখে আটক করা হয়। অসম পুলিশ বাস তল্লাশি চালিয়ে একটি বাগ খুঁজে পায়। সেই ব্যাগেই দুটি গাঁজার প্যাকেট লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় বাহুর কোন যাত্রী ব্যাগের মালিকানা দাবি করেনি। কিন্তু অসম পুলিশ অভিযুক্ত লোহন মাহাতোর কথাবার্তায় অসংলগ্নতা দেখে তাকে আটক করে। পরে দেখা যায় সেই ব্যাগটি তারই। ওই ব্যাগের সাথে একটি সাউন্ড বক্সও ছিল। পুলিশ সেই সাউন্ড বক্স খুলেও গাঁজা উদ্ধার করে। অভিযুক্ত লোহন মাহাতোর বাড়ি বাড়িঘরে দেওঘর জেলায়। এখন প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য পুলিশ কিভাবে বাস তল্লাশি না করেই ছেড়ে দিল? এখন যেখানে প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে, তা জানা সত্ত্বেও পুলিশের এই ধরনের মনোভাব কেন? মঙ্গলবার ভোরেই চুরিবাড়ি থানার পুলিশ পর পর দুটি লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ৬ কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার করেছিল। তার কয়েক ঘণ্টা পর যাত্রীবাহি বাসে করে গাঁজা নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি কিভাবে পুলিশের নজরে এড়িয়ে গেল? এর পেছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে নেই তো? লোহন মাহাতোর কাছ থেকে উদ্ধারকৃত গাঁজা বাজার মূল্য খুব বেশি না হলেও আবারও প্রমাণিত হল রাজ্য পুলিশ কতটা সজিয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাপনপুর, ২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে নৈশকালীন কারফিউ থাকা সত্ত্বেও একাংশ নেশায় আসক্ত দুষ্কৃতিকারীদের আশ্র্মালন বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই তীব্র নেশার কারণে আসক্ত হয়েই মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতিকারী গাড়ি নিয়ে হামলা চালায় বিএসএনএল অফিসের মধ্যে বলে অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয় বিএসএনএল অফিসের সহকারীও। পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় অফিসের মূল ফটক। ঘটনা খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়ক লাগোয়া কল্যাপনপুর বিএসএনএল অফিসে। যদিও রাজ্যের রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত থানার পুলিশবাবুরা দিন দিন লাগামহীন শ্রীবৃদ্ধি তীব্র নেশার কবল থেকে বর্তমান যুব-সমাজকে রক্ষা করতে এক প্রকার ব্যর্থ পর্যায়ে উপনীত বলে অভিযোগ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের

মতোই বিএসএনএল অফিসের কর্মচারীরা কাজ সেরে মঙ্গলবার বিকাল নাগাদ অফিস বন্ধ করে চলে যায়। কিন্তু গভীর রাতেই হঠাৎ একদল দুষ্কৃতিকারী গাড়ি নিয়ে তীব্র মাদকশক্তিতে আসক্ত হয়ে কল্যাপনপুর বিএসএনএল অফিসের মধ্যে অতর্কিতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি অফিসের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য গ্লাসের টুকরো-সহ বিলোতি মদের বোতল। আর বুধবার যখন ‘ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের’ অফিসের অন্যান্য কর্মচারীরা অফিস খুলতে অফিসে বৃষ্টি হলে জনগণ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এক প্রকার ভিরমি খেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই বিএসএনএল অফিসের মধ্যে রাতের আধারে ঘটে যাওয়া এই পুরো ঘটনাটি নিয়ে যাওয়া হয় অফিসের উর্ধ্বতন কর্তৃ পক্ষের গোচরে। উপনীত বলে অভিযোগ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থানার রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত পুলিশ বাবুরা ঘটনাস্থলে এসে পরিদর্শন করে উক্ত ঘটনার আসল রহস্য উন্মোচনে তদন্ত শুরু করেন। তবে এখন মূলত এটাই দেখার বিষয় যে এই চাক্ষুস্যকার ঘটনার সাথে জড়িত আদৌ কোন দুষ্কৃতি কে পুলিশবাবুরা জালে তুলতে সক্ষম হয় কি না! এদিনকে আবার বৃদ্ধিজীবী মহলে এই প্রশ্নটি বারংবার উর্কি দিচ্ছে, বর্তমানে গোটো রাজ্যেই যদি কারোনা অভিমারির দরশন নৈশকালীন তথা নাইট কারফিউ জারি ও পুলিশি টহলদারি থেকে থাকে, তখাই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এক প্রকার ভিরমি খেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই বিএসএনএল অফিসের মধ্যে রাতের আধারে ঘটে যাওয়া এই পুরো ঘটনাটি নিয়ে যাওয়া হয় অফিসের উর্ধ্বতন কর্তৃ পক্ষের গোচরে। উপনীত বলে অভিযোগ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের

বিপদ এড়াতে স্কুলে বাউভারি নির্মাণের দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ ফেব্রুয়ারি।। স্কুলের চতুর্দিকে বাউভারি ওয়াল নির্মাণের দাবিতে সরব হল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা-সহ এলাকাবাসীরা। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলগুলি নানা সমস্যায় ভুগছে। একাধারে যেমন শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যা রয়েছে অন্যদিকে বাউভারী ওয়াল নির্মাণ করার দাবি বিভিন্ন স্কুল থেকে উঠে আসছে। বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড়জলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জেডপুকুর নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের চতুর্দিকে বাউভারী ওয়াল নির্মাণ দাবি উঠলো। স্কুলটি চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শকের অন্তর্ভুক্ত। স্কুলটির সামনে বিশাল বড় পুকুর। শ্রেণিকক্ষ থেকে ১৫ থেকে ২০ হাত দূরে হবে। শ্রেণিকক্ষের তিন হাত পেছনে বড়জলা বিশ্রামগঞ্জ পাকা সড়ক। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। স্কুলটি প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কর্তীকাঁচা ছেলেমেয়েরা

পড়াশোনা করে। স্কুলটিকে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৬৬ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে ৪ জন। স্কুলটিকে ডাইনিং রুম আছে। কিন্তু ডাইনিং রুমে বৃষ্টি হলে জল পড়ে। যার ফলে বর্ষার সময় ডাইনিং রুমে ছেলে-মেয়েদের মিড-ডে-মিল খাবার খাওয়াতে সমস্যায় পড়তে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। তাই স্কুলের ইনচার্জ জ্যোতিষ দেববর্মী সামনের বর্ষার আগেই ডাইনিং রুম মেরামতের দাবি জানিয়েছে। স্কুলটিতে অতি দ্রুত বাউভারি নির্মাণের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বৃহৎখর বেরেই স্কুলটির চতুর্দিকে বাউভারি নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছে সবাই। চড়িলাম ব্লক এবং চড়িলাম আইএস কে ও এই দাবি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু হবে হচ্ছে বলে আজ পর্যন্ত হয়নি। অতি দ্রুত বাউভারি নির্মাণ হোক এটাই চাইছে গ্রামের মানুষ। কারণ কর্তীকাঁচা

ছেলে-মেয়েরা খেলতে খেলতে সড়কে চলে আসে এবং পুকুরের পাশে চলে যায়। যেকোন সময় কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসছে।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ ফেব্রুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল থাকার জেরে চরম দুর্ভোগের শিকার নাগরিকরা। তেলিয়ামুড়া ব্লকের তারাচাঁন রূপিনীপাড়া থেকে হাওয়াইবাড়ি যাওয়ার রাস্তাটি এখনও পর্যন্ত পাকা হয়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, গত বছর রাস্তার বেহাল দশার কারণেই এক গর্ভবতী মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। তারপরও রাস্তাটি সংস্কারের জন্য উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্ট দফতর। হট সলিং রাস্তা উপর দিয়ে চলাচল করা কতটা কষ্টকর তা কেবলমাত্র ওই এলাকার নাগরিকরাই টের পাচ্ছেন। কিন্তু এখন সেই হটও রাস্তায় দেখা যায় না। যার ফলে রাস্তাটি এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। তারাচাঁন রূপিনীপাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করে। এলাকাবাসী বহুবার রাস্তা সংস্কারের জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দফতর কর্তারা তাদের অভিযোগে কর্ণপাত করেনি বলে খবর। বৃষ্টির দিনে রাস্তাটি কতটা ভয়ঙ্কর রূপ নেয় তা একমাত্র স্থানীয়রাই দেখেছেন। তাই তারা চাইছেন বৃষ্টির মরসুম শুরু হওয়ার আগেই রাস্তাটি সংস্কার করা হোক। তা না হলে জনদুর্ভোগ থেকে নাগরিকদের পরিব্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়।

TRIPURA STATE AIDS CONTROL SOCIETY				
Health & Family Welfare Department Government of Tripura				
Akhaura Road, Agartala, Tripura (West) F.3(2-6)/Estt/Recruitment/TSACS/2021-22/12832 2nd February, 2022				
Notice for Contractual Engagement				
Application in prescribed format are hereby invited from bonafide citizens of India for engagement on contractual basis for 11 months for the post of Data Manager as mentioned below under Tripura State AIDS Control Society, Health & Family Welfare Department, Government of Tripura:				
S.I No.	Name of Post	Nos.of Posts	Education Qualification	Fixed Pay
2		3		
		SC ST UR Total		
01	Data Manager	00 03 00 03	Graduate and should have received a formal training in computer application.	₹60,000/- 13000/-
1) The last date of submission of application is 15th February, 2022 up to 4.00pm. The application received after the closing date will not be entertained. Authority will not be liable for any postal delay.				
2) The number of post may increase / decrease as per decision of the Authority.				
3) T.A & D.A will not be admissible for appearing before the interview board / written test etc.				
4) The Society reserves rights to cancel the advertisement in partial or as a whole without assigning any reason.				
5) The prescribed format and the detail instructions has been given in the Notice Board of the O/o Project Director, Tripura State AIDS Control Society, Akhaura Road, Opposite of IGM Hospital, Agartala and uploaded in (http://health.tripura.gov.in) and (http://tsacs.tripura.gov.in) .				
Sd/- Illegible (Dr. Radha Debbarma) DFWPM & Project Director Tripura State AIDS control Society				

স্কুল ফাঁকি দিয়ে শিক্ষকরা মজলেন বিয়েতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ ফেব্রুয়ারি।। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা গোলায় যাক। আগে নেমতন্ন। করোনার বিধি-নিষেধ এখন কিছুটা শিথিল হয়েছে। তাই বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মানুষের উপস্থিতিও বেড়েছে। হয়তো সেই সুযোগটিকেই কাজে লাগাতে চেয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাই ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ করে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা চলে যান পার্শ্ববর্তী বাড়ির বিয়ের নেমতন্ন খেতে। এমনি অভিযোগ উঠে এল জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত জগাইবাড়ি সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয় থেকে। ওই এলাকার নাগরিকরা জানান, এদিন শিক্ষক-শিক্ষিকারা দুপুর ২টার আগেই বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দেন। ২টার আগেই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখেন তাল্লা কুলছে। বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী দোকানদারও বলেছেন, এলাকার সবার ওই বিয়েবাড়িতে নেমতন্ন আঁছে। শিক্ষকরাও নাকি সেদিকেই গেছেন। তিনি আরও জানান, শিক্ষকরা বলেছেন কিছু সময়ের মধ্যেই ফিরে আসবেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যালয় ছুটি দেওয়ার অসুবিধা কে দিল? বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বিষয়টি জানান কিবা? নাকি তিনি নিজেও নেমতন্ন খেতে গেছেন? ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার আগে তাদের কাছে বিয়ের অনুষ্ঠান কি গুরুত্বপূর্ণ হয় গেছে? এতদিন করোনা কিবা? নাকি তিনি নিজেও বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে বিধি-নিষেধ ছিল। সব ছাত্ররা একসাথে বিদ্যালয়ে আসতে পারতো না। বেশকিছু শ্রেণির ক্লাস পুরোপুরি বন্ধ ছিল। এখন সবকিছু স্বাভাবিক হলেও শিক্ষকরা যদি ফাঁকি দিয়ে চলেন তাহলে লেখাপড়ার বারোটা বাজা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এদিন যেভাবে নির্দিষ্ট সময়ের আগে গিয়ে বিদ্যালয় ছুটি দিয়েছেন তা দেখে এলাকার অভিভাবকরা রেপ্টে ক্ষোভ জানিয়েছেন। কারণ, তারা অন্তত বারোপুরি নির্ভরশীল। কারণ তাদের পক্ষে মোটা অঙ্ক খরচ করে গৃহশিক্ষক রাখা সম্ভব নয়। তাই ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসে লেখাপড়ার জন্য। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের দায়িত্ব যেন ক্রমশ ভুলে যাচ্ছেন।

প্রকাশ্য দিবালোকে বনদস্যুদের তাণ্ডব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ২ ফেব্রুয়ারি।। প্রকাশ্য দিবালোকে বনদস্যুরা নির্বিচারে প্রচুর সংখ্যক গাছ কেটে ফেলে। বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসার আগে তারা প্রচুর গাছ সেখান থেকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তার পরও বন দফতরের কর্মীরা এসে কমপক্ষে ৮ কাম কাঠ উদ্ধার করেছেন। সাক্রমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ফেণি নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতুর পাশেই এই ঘটনা। সেখানে সীমানার কাজ চলছে অনেক দিন ধরে। কিছুদিন আগেও সেখানে অনেক পরিবার ছিল। কিন্তু সীমানার কাজের জন্য সরকারি নির্দেশে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়। যার ফলে গোটো এলাকাটি শূন্যশান হয়ে যায়। এই সুযোগটিকে কাজে লাগায় বনদস্যুরা। হয়তো কয়েকদিন ধরেই বনদস্যুরা নির্বিচারে গাছ কাটছিল। কিন্তু ঘটনাটি জানাজানি হয় বুধবার সকালে। খবর পেয়ে সারগ্রাম

মহকুমাশাসক থেকে শুরু করে বন দফতরের আধিকারিকরা সেখানে ছুটে আসেন। তবে তারা আসার আগেই বনদস্যুরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় বন দফতরের গাড়ি করে তাদের

ফেলে যাওয়া গাছের লগগুলি উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। বনকর্মীরা জানান, তাদের কাছে খবর এসেছিল কে বা কারা সেখান থেকে গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা

সত্ত্বেও কিভাবে দিনের বেলায় একের পর এক গাছ কাটা হল? প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসছেন তা কিভাবে জানলো বনদস্যুরা? তাহলে কি সর্ব্বোত্ই ভূত লুকিয়ে আছে? কারণ, পুলিশ



শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়লেও পরিকাঠামো সমস্যা একই তিমিরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুলগুলি নানান সমস্যায় ঝুঁকছে। একাধারে যেমন শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যা রয়েছেই অন্যদিকে বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত অনেক ত্রুটি বারংবার উঠে আসছে। স্কুলগুলির নানা সমস্যার মধ্যে আরেকটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে শৌচাগারের অব্যবস্থা। স্কুলে এসে শৌচাগার নিয়ে সমস্যায় পড়ছেন ছাত্রছাত্রীরা। সমস্যায় পড়ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। স্কুল চলাকালীন সময়ে টায়েরে পোলে ছাত্রছাত্রীদের ভরসা পাশের বাড়ির শৌচাগার মইতো নিজের বাড়িতে দৌড়ে যাওয়া। এই হালেই চলছে স্বপূরনো বিদ্যালয়ের সেকেরকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছনখলা হাইস্কুলটি। বুধবার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ কান্ত রায় জানান, অনেকদিন আগে থেকেই বিদ্যালয়ের শৌচাগারের সমস্যার পাশাপাশি দাবি রয়েছে বাউভারি ওয়ালের। বৃষ্টির দিন আসলে ক্লাস রুম ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বসার জায়গায় চিনেলে ছাউনি ভেঙে জল পড়ে। বৃষ্টি আসলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা গিয়ে জল না পরার জন্য এদিক থেকে ওদিকে ছুটোছুটি করতে হয়, একই অবস্থা ছাত্রছাত্রীদের। ডুকলি বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয় ও শিক্ষা দফতরে অনেকবার জানানো হলেও কাজ কিছুই হয়নি। এছাড়াও অভিযোগ রয়েছে সেকেরকোট থেকে কাঞ্চনমালা রোডে সারাদিন বািলি বোকাই গাড়ি ছুটোছুটি করে। তাই ছাত্রছাত্রীদের জীবনের কথা চিন্তা করে দফতর বাউভারি ওয়াল-সহ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর দিকে নজর দিক। সেই বিদ্যালয়ে দুই বিভাগে মোট ১৯৭ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদেরকে পাঠ দিচ্ছেন ১৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। সেই বিদ্যালয়ে যেকোনো ঘটনা লক্ষ্য করা যায় যা ছাত্রীদের জীবন প্রায় ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ বেহাল অবস্থাতেই ছাত্রীদের যে শৌচাগারটি রয়েছে তার দুই পাশের পিলার ভেঙে রয়েছে। অতিসত্বর এই সমস্যাগুলো নিরাসনে যেন শিক্ষা দফতর এগিয়ে আসে তার দাবি রেখেছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা

নেশা সামগ্রী-সহ যুবক আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ ফেব্রুয়ারি।। সাধারণ নাগরিকদের হাতে নেশা সামগ্রী-সহ আটক এক যুবক। তাকে পরবর্তী সময় উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনা বুধবার উদয়পুর খিলপাড়া এলাকায়। অভিযোগ, ২৫ বছরের অজিত মিয়া নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে এসেছিল। তার বাড়ি শালগড়ার গোলমুড়া এলাকায়। এলাকাবাসী তাকে হাতেনাতে ধরে উত্তম-মধ্যম দেয়। পরে খবর পেয়ে আরকৈপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ওই যুবককে নেশা সামগ্রী-সহ পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় নাগরিকরা। থানার ওসি রাজীব দেবনাথ জানান, অভিযুক্তকে জেদা করে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে তার সাথে আর কারা জড়িত আছে। তবে নাগরিকদের বক্তব্য, অজিত মিয়াকে আটক করলেই নেশার কারবার বন্ধ হয়ে যাবে তা মোটেও নয়। তবে পুলিশ তার মাধ্যমে এই কারবারের রায়বোয়ালদের অবশ্যই জালে তুলতে পারে। এখন সবটাই নির্ভর করছে পুলিশের উপর। অভিযুক্ত যুবকও জানিয়েছে, অন্য আরেকজনের হয়ে সে নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে এসেছিল। তাকে কে নেশা সামগ্রী দিয়ে পাঠিয়েছে তা এখন পুলিশের তদন্তেই বেরিয়ে আসতে পারে।

F.No-4(1)/MC/MLG/Store /2021-22/2074			Date-01/02/2022	
NOTICE INVITING QUOTATION FOR SUPPLY AND INSTALLATION				
Sealed item rate quotation Is hereby invited from manufactured/authorized dealers/reputed firms/ suppliers for supply and installation of Desktop Computer, Printer and Scanner in Melaghar Municipal Council. The quotation will be received up to 3.00PM of 12th February, 2022 and will be opened on the same day at 3.30PM In the presence of the bidders, If possible.				
Sl.No.	Name of Item	Unit (Nos.)	Specification	Remarks
1.	DESKTOP COMPUTERS	2 Nos.	1. OS Windows 10/11 2. HDD-1TB 3. Processor-i5/i7 4. RAM-4GB 5. Wi-Fi Enable. 6. Mouse-Wired USB, Optical 7. Keyboard-Wired USB 8. UPS-600W (06nos) 9. Monitor-18.5inch	
2.	Sofa Set	02 No's	Godrej Interio	
3.	Bucket 30 liter (Garbage Collection)	2000 No's	Sintex	
4.	Computer table	03 Nos.	Godrej Interio	
5.	Printers	05 no's	Laser Printer, USB Port Toner Cartridge	
6.	Half Secretariats table	04 no's	Godrej Interio	
Terms & Conditions				
1. All the terms and conditions are subject to the general terms conditions of govt. purchase, sealed quotations are to be addressed to the Chief Executive officer,Melaghar Municipal Council,Sepahijala Tripura.				
2. Rate, technical specification, Make and Model No, delivery/freight charge, installation fee if any and other shall be mentioned accordingly with related supportive documents.				
3. The tender should be supported with the following documents and original of the same will be verified at the time of opening of quotation. <ul style="list-style-type: none">♦ GSTIN registration and Tax Clearance Certificate.♦ Trade license Certificate/Firm Registration Certificate.♦ Authorized dealership Certificate♦ Copy of PAN.♦ Professional Tax Clearance Certificate.				
4. Price Should be for Melaghar Municipal Council,Sepahijala Tripura.				
5. Necessary taxes will be deducted as applicable.				
6. The Successful bidder Well have to supply the ordered item(s) within 07 days from the date of issue of supply order. Failure to which the supply order may be cancelled.				
7. Payment will be made after the proper supply, successful installation and demonstration.				
8. Request for advance payment in any case will not be entertained.				
9. Terms & Conditions should be signed by the bidder.				
10. The Chief Executive Officer, Melaghar MC reserves the right to cancel tender of any or all firms without assigning any reason.				
11. Warranty should be provided for at least 01(one) year.				
12. A bidder can participate for a single item or for all items.				
ICA-C-3580-22			Sd/- Illegible (Ratan Bhowmik, TCS.) Chief Executive Officer Melaghar Municipal Council Sepahijala Tripura	

দুষ্কৃতিদের হাতে ফসল নষ্ট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাপনপুর, ২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে রাতের আধারে দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণের থাবা মেনে কোন পথেই থেমে নেই। দুষ্কৃতিকারীদের বাড়ি বাড়ন্ত আক্রমণে অতিষ্ঠ ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে গরিব অংশের

করে দেয় দুষ্কৃতিকারীরা। জানা গেছে, এই ৪ গভা বিশাল সবুজ জমিতে রয়েছে ফুলকপি-সহ লাউ ক্ষেতের আবাধ বিতরণ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে ২০ হাজার টাকা হবে বলে মনে করা হচ্ছে সর্বস্বান্ত কৃষক পরিবার সূত্রে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,

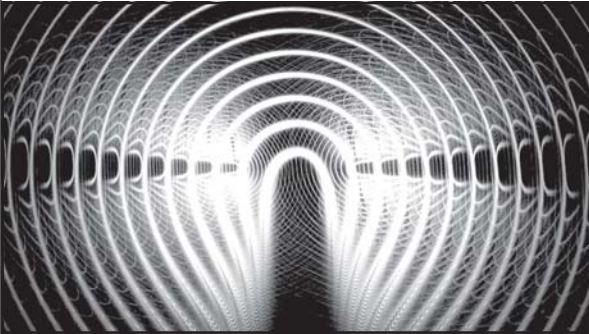


ভূমিপুত্র কৃষককুল। দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা ফসল বিনাষ্টের ঘটনায় সর্বস্বান্ত এক পরিবার। মঙ্গলবার গভীর রাতে কল্যাপনপুর থানার দক্ষিণ ঘিলাতলী’র ছনখলা গ্রামীণ এলাকার এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের ৪ গভা জমির সবুজ ফসল কেটে ফেলে নষ্ট

ঘিলাতলী’র ছনখলা গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় বসবাসকারী কৃষক বিশ্জিং বিশ্বাস তাদের জমিতে সবুজ ফসল ভাঙলে করে উৎপাদনের জন্য জমিতে জল দেওয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করা শুরু করে। সবুজ জমি থেকে সকল সবুজ ফসল

ফুলকপি ও লাউ কেটে জমির আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা বলে অভিযোগ। সকালে যখন কৃষক বিশ্জিং বিশ্বাস অন্যান্য দিনের মতোই আবার জমিতে দেখা শোনা ও তদারকি করতে আসে তখনই কৃষকের চোখে পড়ে জমির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা সবুজ ফসলের এই বেবল অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গেই কৃষক চিৎকার ও আত্ননাদে জমিতে লুটিয়ে পড়ে। দৌড়ে ছুটে আসে পার্শ্ববর্তী স্থানীয়রা। জানা গেছে, পাকা ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২০ হাজার টাকা হবে। পরবর্তীতে উক্ত ঘটনার জন্য দুষ্কৃতিকারী’র হামলার দরদন সর্বস্বান্ত হওয়া কৃষক পরিবারটি দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে থানায় দায়ের হয়। পরবর্তীতে থানার পুলিশবাবুরা উক্ত ঘটনার জের ধরেই এই বর্বোচিত ঘটনার তদন্ত শুরু করে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে। এই রকম বাড়বাড়ন্ত আশ্র্মাবাদের জেরে এক প্রকার ক্ষোভের পরিস্থিতি বিবাজ করছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মহল-সহ সকল সাধারণ মানুষের মধ্যেই।

জানা অজানা

অদেখা আলো
না দেখা রূপ

উইলিয়াম হার্শেল। ইংরেজ জ্যোতির্বিদ। নিজের দেশ জার্মানি থেকে তত্ত্বজ্ঞা গুটিয়ে বসতি গড়েছেন ইংল্যান্ডে। নতুন দেশে এসেই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। ১৭৮১ সালে নিজের বানানো দুরবীন দিয়ে আবিষ্কার করলেন নতুন একটা গ্রহ। নীলচে রঙ গ্রহ ইউরেনাস। এরপর পরই গোটা ইউরোপজুড়ে তার খ্যাতি। রাজকীয় সম্মানও ভূটল মাথার পালকে। সেটা বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করলেন ঠিকই, তবে জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটল না। তাই গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

১৮০০ সালের দিকে সূর্যের আলো নিয়ে গবেষণা করছিলেন হার্শেল। সূর্যের আলোর রং ও তাপের ভেতর কোন সম্পর্ক আছে কি? প্রিজমের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো চালিয়ে সেটা খতিয়ে দেখছিলেন এই বিজ্ঞানী। অবশ্য নতুন কিছুই পেলেন না তিনি। এর প্রায় দেড়শ বছর আগে, সেই ১৬৬৬ সালে নিউটন এই পরীক্ষাটি করে দেখেছিলেন। সেবার নিউটন প্রমাণ দেখান, দৃশ্যমান সাল্য আলো আসলে বিভিন্ন বর্ণের আলোর বৃণ। সাধা আলোকে প্রিজমের মধ্য দিয়ে চালনা করলে তা রংবনুস সাটে রঙে বা লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, আসমানি, নীল ও বেগুনি বর্ণে বিক্লিষ্ট হয়ে যায়।

নিউটনের তত্ত্বমতে, এখানে লাল আর বেগুনি আলোর বর্ণালির সীমানা নির্দেশ করে। হার্শেল জানতে চাইছিলেন, এই প্রতিটি রঙের আলাপাতবে তাপমাত্রা কত হতে পারে। তাই তিনি প্রিজম থেকে পাওয়া বর্ণালির বিভিন্ন অঞ্চলে পারদ থার্মোমিটার রেখে পরীক্ষা করলেন। তিনি দেখতে পেলেন, থার্মোমিটারির বর্ণালি বেগুনি থেকে লাল আলোর দিকে নিলে তাপমাত্রা বাড়ছে। এভাবে হার্শেল প্রমাণ করে দেখালেন, ভিন্ন ভিন্ন রঙের তাপমাত্রাও বিভিন্ন।

মজার ব্যাপারটি ঘটল হঠাৎ এক দুর্ঘটনায়। বেশেয়ালে তিনি হাচের থার্মোমিটারটি লাল আলোর ব্যান্ডের এক ইঞ্চি নিচে রেখেছিলেন। দৃশ্যত সেখানে কোনো রঙের আলোই ছিল না। তাই হার্শেলের আশা ছিল, পরীক্ষায় থার্মোমিটারের তাপমাত্রা কক্ষ তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হবে না। কিন্তু ফলাফল দেখে চোখ কপালে উঠল। দেখা গেল, এবার লাল আলোর নিচের থার্মোমিটারে তাপমাত্রা লালের চেয়ে বেশি দেখাচ্ছে। সেটা কীভাবে সম্ভব? ওই অদৃশ্য অংশে কোন অদৃশ্য আলো আছে নাকি? সেটাই সম্ভব বলে ধরে নিলেন হার্শেল। এই অদৃশ্য আলোর নাম দেওয়া হল ইনফ্রারেড বিকিরণ। লাতিন ইনফ্রা (Infra) শব্দটির অর্থ নিচে। অর্থাৎ, ইনফ্রারেড অর্থ নালগে নিচে। বাংলায় অবলোহিত বা অবলাল। এই ‘অব’ উপসর্গও ব্যবহার করা হয়েছে ইংরেজির মতো নিম্নগামী বা নিচে অর্থে।

এরপর অদৃশ্য আলো ধরতে জাল পাতার হিড়িক পড়ল বিজ্ঞানীদের মধ্যে। হার্শেলের ঠিক এক বছরের মাথায় এভাবে বেগুনি আলোর উপরে আরেকটা অদৃশ্য আলোর ধরা পড়ল। ১৮০১ সালে সেটা আবিষ্কার করলেন জার্মান পদার্থবিদ জোহান উইলহেম রিটার। এই আলোর নাম দেওয়া হল অতিবেগুনি বা আল্ট্রাভায়োলেট আলো। এরপর একে আরও বেশকিছু অদৃশ্য আলো আবিষ্কৃত হল। মোক্ষা কথা হল, মহাবিশ্বের মতো আলোকে মোটা দাগে দুইভাগে ভাগ করা যায়। তাদের একভাগ আমাদের চোখে

দৃশ্যমান, বাকি অংশ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। পুরোপুরি অদৃশ্য। তবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সেই আলোর অস্তিত্ব যে সত্যিই আছে তা বোঝা যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে স্কটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গের সমীকরণ দিলেন। সেগুলো এখন ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ নামে পরিচিত। তার সমীকরণ মতে, সব ধরনের আলো মানেই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য আলো আসলে বিদ্যুৎচুম্বকীয় বর্ণালীর বাসিন্দা। এই পরিসরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আলো ও রং রয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রতিটি দৃশ্যমান বা অদৃশ্য আলোকে আলাদা করে চেনার উপায় কী? সেটা করার একটা নয়, দুটি উপায় আছে বিজ্ঞানীদের কাছে। প্রথমটা হল ওয়েভলেন্থ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং দ্বিতীয়টা হল ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাংক।

নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল কোন আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা আলোর তরঙ্গটা কতটুকু লম্বা তার পরিমাণ। এর বিকৃতি এক মিলিমিটারের অতিক্রম ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে এক কিলোমিটারের বেশি হতে পারে যেমন বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৬৮০ ন্যানোমিটার। এক ন্যানোমিটার হল এক মিটারের এক শ শতাি বা এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ। বোঝার সুবিধার জন্য বলা যায়, একটা ভাইরাসের ব্যাস প্রায় ২০ ন্যানোমিটার বা তার বেশি হতে পারে। অন্যদিকে বিদ্যুৎচুম্বকীয় বর্ণালীর সবচেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল রেডিও বা বেতার তরঙ্গের। এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ১ মিলিমিটার থেকে শুরু করে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

অন্যদিকে কম্পাংক হল, কোন আলোর তরঙ্গ একটা নির্দিষ্ট বৃত্ত পার হতে বা একটা চক্র সম্পূর্ণ করতে কতটুকু সময় নেয় তার হিসেব। এক সাধারণত হার্জ এককে প্রকাশ করা হয় (সংক্ষেপে Hz)। যেমন বেগুনি আলোর কম্পাংক ৬৭০ থেকে ৭৯০ টেরাহার্জ।

একটা সমুদ্রের ঢেউয়ের কথা কল্পনা করুন। খোলা সাগরে সাধারণ যে কোন ঢেউ প্রায় ৯০ মিটার লম্বা হতে পারে। অর্থাৎ এই দূরত্ব পাড়ি দিয়ে পানিতে আছড়ে বা ভেঙে পড়ে ঢেউটা। সেটা মোটামুটি একটা ফুটবল মাঠের সমান লম্বা। কিংবা প্রায় ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার ট্রাকেই মতো লম্বা হতে পারে। এ ঢেউয়ের কম্পাংক এক সেকেন্ডেরও সামান্য কিছু কম হতে পারে। এর মানে, প্রতিটা ঢেউয়ের চূড়ার যেকোনো বিন্দু পাড়ি দিতে প্রায় এক সেকেন্ড সময় লাগে এবং তারপর সেটা ঢেউয়ের খাত বা নিম্নবিন্দু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। এরপরই পরবর্তী ঢেউয়ের শীর্ষবিন্দু একই পথ অনুসরণ করে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পাংকের ভিত্তিতে আধুনিক বিজ্ঞান যেকোন ধরনের তরঙ্গ বা যেকোন ধরনের আলো শনাক্ত করতে পারে। যেমন কোন ট্রাফিক সিগন্যালে সবুজ আলোর প্রতিটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৫৩০ ন্যানোমিটার। মানে এক মিটারের ৫৩০ বিলিয়ন ভাগ। বলা যায়, এক ইঞ্চির প্রায় এক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগের সমান। এই অতিক্রম তরঙ্গের কম্পাংক প্রায় ৫৩০ টেরাহার্জ। এতে বোঝা যায়, প্রতি সেকেন্ডে ওই আলোর প্রায় ৫৩০ ট্রিলিয়ন কণা আপনার চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

নাইট কারফিউতে
চোরের রাজত্ব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ ফেব্রুয়ারি।। নাইট কারফিউ মানে প্রশাসনের কড়াকড়ি নয়। এ যেন চোরের রাজত্ব কায়ম হয়েছে। প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও নাইট কারফিউ'র মধ্যেই চুরির ঘটনা চলছে। ফের একবার তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় চোরের দল এক দোকান ঢুকে লুটপাট চালায়। ঘটনা অশ্পি চৌমুহনির ফায়ার সার্ভিসের বিপরীত পাশে নন্দন ঘোষের দোকানে। মঙ্গলবার রাতে নন্দনবাবু অন্যান্য দিনের মতই দোকান বন্ধ করে বাড়ি গিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন সকালে এসে তিনি দেখতে পান দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী উধাও। দেখা গেছে, টিনের বেড়া কেটে চোরের দল ভেতরে প্রবেশ করেছে। ঘটনাটি দেখে দোকান মালিক তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে যায়। কিন্তু চুরির সাথে যুক্ত কাউকে এখনও পর্যন্ত আটক করা সম্ভব হয়নি। ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন, যদি এভাবেই চুরির ঘটনা চলতে থাকেহুহলে খুব সহসই তাদের দোকান গুটিয়ে বাজিত বসে থান্ন বন্ধ আর কিইংকর থাকবে না। কল্পনা চোরেরা যদি সবকিছু নিয়ে যায় তাহলে কোন কান খুলে রাখার কোন লাভ নেই।

ঘুমিয়ে পুলিশ

জাগছে চোরের দল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে প্রতিদিনই চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে রাজবাসী। একদিন ও বাদ যাচ্ছে না রাজ্যের বিভিন্ন পথে ঘুরে নিয়ে গেল চোরের দল। ঘটনা মঙ্গলবার গভীর রাতে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় সংলগ্ন বনকুমারি বুড়ামা মন্দিরের সামনে জাতীয় সড়কে ট্রাক গাড়ির মালিকের নাম বাবুল দেবনাথ। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে তিনি ট্রাক গাড়ি চালান। প্রথমে অনেরদিয়ার গাড়ি চালাতেন। বেশ কয়েক বছর হয়েছে নিজে ট্রাক গাড়ি ক্রয় করেছেন। বুধবার সকালে চুরির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন তিনি। অল্প কক্ষদি হয়েছেন নতুন ব্যাটারি ক্রয় করেছেন ১৬ হাজার টাকা দিয়ে বলে জানিয়েছেন। এদিন সকালে গাড়ির এই অবস্থা দেখে একেবারে হতশা হয়ে পড়েন বাবুল দেবনাথ। কিছুদিন আগেও তার গাড়ি থেকে একবার ৬০ লিটার তেল আরেকবার ৫০ লিটার তেল চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত চোরের হাশ্ব পায়নি। কিছুদিন পর পরই জাতীয় সড়ক সংলগ্ন চড়িলাম বনকুমারি এলাকার খোঁজা সড়ককে পাশে রাখা গাড়িগুলো থেকে ব্যাটারি এবং ভেল চুরি হয়ে যাচ্ছে। বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জ থানার ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। রাতে অধাধারে বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জ থানা উহলদারি প্রায় নেই বললেই চলে। যার ফলে নিত্যদিন ঘটে চলেছে চড়িলামে একক প্রকাশ করা হয় (সংক্ষেপে Hz)। যেমন বেগুনি আলোর কম্পাংক ৬৭০ থেকে ৭৯০ টেরাহার্জ।

একটা সমুদ্রের ঢেউয়ের কথা কল্পনা করুন। খোলা সাগরে সাধারণ যে কোন ঢেউ প্রায় ৯০ মিটার লম্বা হতে পারে। অর্থাৎ এই দূরত্ব পাড়ি দিয়ে পানিতে আছড়ে বা ভেঙে পড়ে ঢেউটা। সেটা মোটামুটি একটা ফুটবল মাঠের সমান লম্বা। কিংবা প্রায় ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার ট্রাকেই মতো লম্বা হতে পারে। এ ঢেউয়ের কম্পাংক এক সেকেন্ডেরও সামান্য কিছু কম হতে পারে। এর মানে, প্রতিটা ঢেউয়ের চূড়ার যেকোনো বিন্দু পাড়ি দিতে প্রায় এক সেকেন্ড সময় লাগে এবং তারপর সেটা ঢেউয়ের খাত বা নিম্নবিন্দু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। এরপরই পরবর্তী ঢেউয়ের শীর্ষবিন্দু একই পথ অনুসরণ করে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পাংকের ভিত্তিতে আধুনিক বিজ্ঞান যেকোন ধরনের তরঙ্গ বা যেকোন ধরনের আলো শনাক্ত করতে পারে। যেমন কোন ট্রাফিক সিগন্যালে সবুজ আলোর প্রতিটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৫৩০ ন্যানোমিটার। মানে এক মিটারের ৫৩০ বিলিয়ন ভাগ। বলা যায়, এক ইঞ্চির প্রায় এক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগের সমান। এই অতিক্রম তরঙ্গের কম্পাংক প্রায় ৫৩০ টেরাহার্জ। এতে বোঝা যায়, প্রতি সেকেন্ডে ওই আলোর প্রায় ৫৩০ ট্রিলিয়ন কণা আপনার চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

বাঁশ ব্যবসায়ীদের তুলে দিতে মাইকিং



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। উচ্চ আদালতের নির্দেশকে মানতে চাইছে না পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। আদালতের স্থগিতাদেশের মধ্যেই বাঁশ ব্যবসায়ীদের তুলে দিতে প্রস্তুত নিয়ে নিলো পুরনিগম। এই ঘটনা ঘিরে আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠেছে। বাঁশ ব্যবসায়ীরাও পুরনিগমের এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা রাজ্যে তুললকী সরকার চলাছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বটতলায় হাওড়া নদীর তীরে গত ৫০ বছরের উপর ধরেই বাঁশ বাজার গড়ে উঠেছে। এই বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে গত বছরের মার্চ মাসে নোটিশ দিয়েছিল আগরতলা পুরনিগমের দক্ষিণাঞ্চল। এই নোটিশের বিরুদ্ধে ৮জন বাঁশ ব্যবসায়ী উচ্চ আদালতে মামলা করেন। আদালতের ডিভিশন

ভোগান্তি বাড়ালো প্রশাসনিক শিবির!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রধান, মন্ত্রী পরিষদ এবং বিভিন্ন স্তরের শাসকদলীয় নেতারা গলা উচিয়ে চক্রানিাদ করে থাকেন যে, রাজ্যে স্বচ্ছ ও দৃষ্টান্তমুক্ত প্রশাসন রয়েছে যা জনগণকে দ্রুত পরিবেশা দিয়ে থাকে। এতে নাকি রাজবাসী প্রচণ্ড খুশি। বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। উত্তর জেলার পানিসাগর এসডিএম কার্যালয়ে কর্মসূচিকৃত হবে লাটে উঠেছে তা মহকুমা বাসীর সঠিকভাবে মনে করতে পারছেন না। বাম সরকারের পতনের পর নতুন সরকারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, জনগণকে হারানি করা হবে না। দিনের কাজ দিনেই সম্পন্ন করতে হবে। এতে ৫/৬ মাস খুব দ্রুত গতিতে প্রশাসনিক কাজকর্ম চলছিলো এবং জনগণও উপকৃত হচ্ছিলেন। কিন্তু ক্রমেই সে গতি মছুর হতে হতে সম্প্রতি একেবারে লাটে উঠেছে। জাঁকিয়ে বসেছে দালালরা। এসডিএম অফিসের বিভিন্ন সেকশনগুলিতে জনগণের হারানিও ভোগাণ্ডি। যেমন— পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের ১ নং বাড়ির হিমাঙ্গি শেখর দাসের নবম শ্রেণিতে পাঠরতা অপিতা দাস এসসি সার্টিফিকেটের জন্য তিন তিনবার আবেদন করেও পরিষেবা পান নাই বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ছাত্রী নাকি চতুর্থবার উক্ত সার্টিফিকেটের

মৎস্য বাজারে
অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ ফেব্রুয়ারি।। বুধবার উদয়পুর চক বাজারের মাছের পোকাতপ্পন হানা দেয় স্বাস্থ্য এবং খাদ্য দফতরের অধিকারিকরা। তারা বিভিন্ন দোকান থেকে মাছের নমুনা সংগ্রহ করেছেন। অধিকারিকরা জানান, সেই সব নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হবে। এরপরই সংশ্লিষ্ট দফতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদি ল্যাবের রিপোর্ট সন্তোষজনক হয় তাহলে সমস্যার কিছু নেই। স্বাস্থ্য এবং খাদ্য দফতরের অধিকারিকরা গত কিছুদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় হানা দিচ্ছেন। তবে এদিনই প্রথম উদয়পুরের মাছ বাজারে তারা হানা দিয়েছেন।

জন্ম আবেদন করেছে। জানা গেছে, তিন তিনবার সংশ্লিষ্ট সেকশন থেকে ওই মেয়েটির আবেদন হারিয়ে গেছে। অন্যদিকে নগদ নারায়ণের বদলে একদিনেই যে কোনও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়— এমনই অভিযোগ ভুক্তভোগী পানিসাগরবাসীর। ১৯৭১ ইং এবং ১৯৬৬ ইং এর ভোটার তালিকার সার্টিফিকেট কপি এসডিএম টিলা স্পর্শ না করেই নগদ নারায়ণের পরিবর্তে আপনার পছন্দমত স্থানে পেয়ে যাবেন— এমন অবিশ্বাস খবর আমাদের হাতে এসেছে। পারিবারিক রেশন কার্ড পেতে জনৈক ব্যক্তি দশ হাজার টাকা জনৈক দালালকে দিয়ে শুধু আশ্বাসই পেয়ে যাচ্ছেন বলে খবর। এবার আসা যাক প্রশাসনিক শিবিরের মাধ্যমে জনগণকে কিভাবে স্বচ্ছ পরিষেবা বিতরণ করছেন মহকুমা শাসকজরত পঙ্ক (আইএএস) সাহেব। গত বছর ২৩/১২/২০২১ ইং একটি প্রশাসনিক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিলো এসডিএম অফিস থেকে মাত্র ৩/৪ কিমি দূরবর্তী জলাবাসার স্কুলটিলায়। এসডিএম অফিসের কর্মকর্তাগণ সহ বিভিন্ন সেকশনের কর্মকর্তাও কর্মচারীরা যথারীতি শিবিরে হাজির হয়েছিলেন

এই শিবিরে পূর্ব জলাবাসা, জলাবাসা, রৌয়া, পূর্ব রৌয়া, পেকুছড়া সহ অপরাপর পঞ্চায়েত থেকে জনগণ এসসি, এসটি, ইনকাম, ওবিসি, পিআরটিসি প্রভৃতি সার্টিফিকেট পেতে হুমড়ি খেয়ে শিবিরে হাজির হন। কিন্তু রেভিনিউ সেকশনের কর্মকর্তারা গড় হাজির থাকায় সার্টিফিকেট প্রদানে ব্যাঘাত ঘটে। অগত্যা সবগুলি আবেদন পত্র বাস্তব বৈধে বগলদাবা করে হেড কোয়ার্টারে অর্থাৎ এসডিএম অফিসে নিয়ে যান ট্রান্সপারেন্ট (!) অফিসার ও কর্মচারীরা। ভুক্তভোগী মানুষের অভিযোগ হচ্ছে, এসডিএম অফিসের সংশ্লিষ্ট সেকশনে প্রশাসনিক শিবিরের আবেদন পত্রগুলি ফেলে রাখা হয়েছ। বিভিন্ন সার্টিফিকেটে তহশীলদার, আরআই সাহেবের কোনও সুপারিশ ও স্বাক্ষর না থাকায় সার্টিফিকেট ইস্যুই হয়নি। ইতিমধ্যে নয়দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে যারা আবেদন করেছেন তাদের সার্টিফিকেট জরগরি ভিত্তিতে প্রয়োজন হওয়ায় গাঁটের টাকা খরচ করে এসডিএম অফিসে যাচ্ছেন এবং দালালদের মাধ্যমে


ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারুশিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
এম.বি.বি.সরগী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিনঃ ৭৯৯০০৭
সেহা নং - 4385. তারিখঃ ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ইং
ঃ ব্যাঘো জুয়েলারি এবং ফ্যাব্রিক জুয়েলারি তৈরির দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তিঃ
ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প উন্নয়ন নিগম কর্তৃক মা টেরেসা মহিলা হস্ত কারুশিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে দুই মাসের হস্তকার শিল্পের ব্যাঘো জুয়েলারি এবং ফ্যাব্রিক জুয়েলারি তৈরির দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কারুশিল্পের উপর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে সকল কারুশিল্পীরা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে মা টেরেসা মহিলা হস্ত কারুশিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড, আই.টি.আই. রোড, ইন্দ্রনগর, আগরতলা স্থিত অফিস থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং হইতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করে যথাযথ নথিপত্র সমেত আবেদন পত্র আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং বিকাল ৫ ঘটিকার মধ্যে উক্ত সমিতির অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
(প্রাশ্নে লাল চাকমা)
ব্যবস্থাপক অধিকর্তা
ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারুশিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
এম.বি.বি. সরগী, আগরতলা , ত্রিপুরা, পিন- ৭৯৯০০৭

করে দেওয়া হবে। এরপর বাঁশ ব্যবসায়ীরা সবাই মিলে পুরনিগমের দক্ষিণাঞ্চলের অফিসে যান। সেখানে গিয়ে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশটিও আবারও দেখান। কিন্তু কেউই তাদের কথা শুনতে রাজী নয়। বাঁশ ব্যবসায়ীরা এখন গভীর রাতে তাদের দোকনপাট উচ্ছেদ করে দেওয়া হয় কিনা এই আতঙ্ক রয়েছে। তাদের দাবি ৫০ বছরের উপর ধরে এখানে তারা ব্যবসা করেন। কখনো কেউ বাধা দেননি। এখন তাদের উচ্ছেদ করতে উঠে পড়ে লেগেছে পুরনিগম। গরিবদের পেটে লাথি দিতে এমন করা হচ্ছে। উচ্চ আদালতে তাদের মামলাটি চলছে। সরকার কি আমাদের পাশে নেই? একটি বিচার্যরীদ মামলায় কিভাবে আমাদের উচ্ছেদ করা হবে তাই বুঝতে পারছি না। তাহলে আদালতের নির্দেশিকা থাকা কি প্রয়োজন?

সিএনজি
নিয়ে ক্ষোভ
চালকদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বেশকিছু সিএনজি স্টেশন বন্ধ থাকার জেরে চালকরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সঠিক সময়ে সিএনজি না পেয়ে চালকরা দিনভর গাড়ি নিয়ে বসে থাকছেন। যে কারণে তাদের রুট-রুজিতে টান পড়ছে। বুধবার মেলাঘর সিএনজি স্টেশনের সামনে প্রচুর যানবাহন সিএনজি সংগ্রহ করতে আসে। কিন্তু তারা দীর্ঘ সময় হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও সিএনজি সংগ্রহ করতে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও সিএনজি সংগ্রহ করতে পারেননি। চালকরা জানান, দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ তারা জানতে পারেন সিএনজি শেষ হয়ে গেছে। প্রচুর সংখ্যক গাড়ি লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও পরবর্তী সময় খালি হাতেরি ফিরে যায়। চালকরা জানান, সিএনজি থাকা সত্ত্বেও স্টেশন কর্তৃপক্ষ সিএনজি সরবরাহ করছেন না। কারণ, তারা যে সময় নির্ধারণ করেছেন তার বাইরে সিএনজি সরবরাহ করা হয় না। অনেকদিন ধরেই রাজ্যের সিএনজি চালিত যানবাহনের চালকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সিএনজি স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানান, টিএনজিসিএল থেকেই নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে কোন স্টেশনে কতক্ষণ সিএনজি সরবরাহ করা হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের অর্থে প্রশাসনিক শিবির আয়োজন করে দালালরা জপুষ্ট হচ্ছে বৈকি? এসডিএম অফিসের বিভিন্ন সেকশনের সাথে দালালদের হরিরে আস্থার সম্পর্ক কি জানেন এসডিএম রজত পঙ্ক (আইএএস) সাহেব? প্রশ্ন ভুক্তভোগী পানিসাগরবাসীর।

	
আগরতলা পুরনিগম	
আগরতলা	
সেহা নং: F.98/OSD/(Dev)/NULM/AMC/14(Part-II)	তারিখঃ ০২-০২-২০২২ইং
পুর বিজ্ঞপ্তি	
এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত (Surveyed) স্ট্রিট ভেভনার / Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ এবং এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প/ব্যবসা স্থাপনের লক্ষে Day NULM স্কীমে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করা হবে। এই ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক রেজিস্ট্রিকৃত (Surveyed) স্ট্রিট ভেভনার (Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ নির্ধারিত ফরমেট পূরণ করে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রের জেরস্ব কপি সহযোগে আগামী ২৫-০২-২০২২ ইং তারিখের মধ্যে পুর নিগমের স্ব-স্ব জোনাল অফিসের এন.ইউ.এল.এম. (NULM) শাখায় জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।	
সর্বোচ্চ ঋণ প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা	
১) রেজিস্ট্রিকৃত (Surveyed) স্ট্রিট ভেভনার (Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ/এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীগণ	মং ৫০,০০০/- মং ৫০,০০০/- থেকে মং ২,০০,০০০/-
ধন্যবাদান্তে — স্বাক্ষর অস্পষ্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার আগরতলা পুরনিগম	
আবেদনপত্রের সহিত নিম্নলিখিত প্রমাণপত্রের কপি জমা দিতে হবেঃ ১) স্কিল ট্রেনিং সার্টিফিকেট কপি ২) মহকুমা শাসক কর্তৃক প্রদত্ত ইনকাম সার্টিফিকেট ৩) আধার কার্ডের কপি ৪) রেশন কার্ডের কপি ৫) ব্যাঙ্ক পাস বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার জেরস্ব কপি ৬) ট্রেড লাইসেন্স Up to date কপি/ ভেভনার সার্টিফিকেট ৭) প্রস্তাবিত প্রজেক্ট ৮) পেন কার্ড	

লাইফ স্টাইল

কম কার্বন-নিবিড় অর্থনীতির যে ৭টি পদক্ষেপ নিতে হবে ভারতকে

এই বারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ দ্বিধাশীনভাবে জানিয়েছেন, জলবায়ু সমস্যা ভারতের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই দিকটি মাথায় রেখে তিনি বাজেটে সাতটি বিশেষ পরিকল্পনার কথা বলেছেন যাতে আগামী দিনে ভারত কম কার্বন উৎপাদনকারী অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর মডিউল তৈরির জন্য অতিরিক্ত ১৯,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে প্রোডাক্ট সম্পর্কিত ইনসেনটিভ (পিএলআই) এর জন্য। যার ফলে সাধারণ পলিসিলিকনের জায়গায় সৌরচালিত পিভি মডিউলের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। আশা করা যায়, এর ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে ২৮০ গিগাওয়াটের সৌরশক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বিশেষ গ্রিন (সবুজ) বন্ডের কথা। যার সাহায্যে সরকার এই ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বাজার থেকে ঋণ নিতে পারবে সবুজ বা জলবায়ু বান্ধব পরিকাঠামো বানানোর জন্য। পাবলিক সেক্টরের যেই সমস্ত প্রকল্প চলছে সেখানে এই বন্ডগুলি কাজে লাগানো যাবে। যার ফলে অর্থনীতিতে কার্বনের প্রভাব কমানো সম্ভব হতে পারে ধাপে ধাপে। গত বছর ১ নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তন কনফারেন্সে (সিওপি২৬) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত অজীবাশ্ম শক্তি ক্ষমতার ক্ষেত্রে ৫০০ গিগাওয়াটের লক্ষ্য মাত্রা ছুঁতে পারবে। অর্থাৎ দেশের সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তার মাত্র ৫০ শতাংশ খনিজ জীবাশ্ম থেকে আসবে। অর্থাৎ হাল, ২০৩০ সালের মধ্যে ১ বিলিয়ন টন কার্বন নির্গমন কমাতে সক্ষম হবে ভারত। অর্থাৎ দেশীয় অর্থনীতির মাত্র ৪৫ শতাংশ নির্ভর করবে কার্বনের উপর। ২০৭০ সালে ভারত আটরেই শূন্য কার্বন উৎপাদনকারী অর্থনীতির সূফল পাবে। তবে প্রধানমন্ত্রী এও জানান, এই লক্ষ্যমাত্রা অসম্ভব হবে যদি

পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ুর অর্থনৈতিক বাস্তব মেনে না চলে। ভারতের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, ‘সামনের দিনে উন্নয়নশীল দেশগুলি ১ ট্রিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়নে অগ্রণী হবে বলে ভারতের আশা।’ গত বছর ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছিলেন, ভারত



ইতিমধ্যেই ১০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণ শক্তি ইনস্টল করেছে। এছাড়া তিনি জানান, জি২০ দেশগুলোর মধ্যে ভারত একমাত্র দেশ, যেখানে জলবায়ু লক্ষ্যের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ‘বলতে দ্বিধা নেই, জলবায়ুর সমস্যা ভারত এবং অন্যান্য দেশের জন্য চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মানবীয় প্রধানমন্ত্রী গ্লাসগোতে সিওপি২৬ কনফারেন্সে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, এখন আমাদের ভাবনাচিন্তা করে ভবিষ্যতের কথা ভেবে এগোনো প্রয়োজন। এর ফলে একাধিক স্তরে চাকরির সন্তান্য তৈরি হবে। এই বাজেট বাস্তবের কথা মাথায় রেখে, অদূর ভবিষ্যতের পাশাপাশি ও দীর্ঘস্থায়ী দিক বিবেচনা করে প্রস্তাব করা হয়েছে।’ জানান অর্থমন্ত্রী নির্মলা

সীতারামণ। এই বাজেটে এছাড়াও বলা হয়েছে, কীভাবে বৃত্তাকার অর্থনীতি সামনের দিনে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য রেখে যেখানে ১০টি সেক্টরের ক্ষেত্রে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি যা বৈদ্যুতিন যন্ত্রা, যানবাহনের জীবন শেষ হওয়া, ব্যবহারিক তৈল বর্জ্য এবং শিল্প থেকে নির্গত ক্ষতিকারক বর্জ্য নিয়ে কাজ করবে। এছাড়া ৫ থেকে ৭ শতাংশ ব্যয়েমাস পেলেট তাপবিশুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে। যার ফলে ৩৮ এমএমটি বার্ষিক কার্বন ডাই অক্সাইড কম তৈরি হবে। এর ফলে উত্তর ভারতে খড় পুড়ানোর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। পুরো কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্রে বড় ব্যবসায়িক বিল্ডিং বানানো হবে এনার্জি সার্ভিস কোম্পানি (ইএসসিও) ব্যবসায়িক মডেলে। এর সঙ্গে চারটি পাইলট প্রজেক্ট করা হবে, যেখানে কয়লা থেকে গ্যাস উৎপন্ন হবে এবং বেশ কিছু কেমিকাল। এছাড়া প্রকৃতি-বান্ধব কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পিছিয়ে পড়া শ্রেণি থেকে উঠে আসা কৃষকদের আর্থিক সাহায্য করা হবে, যাঁরা কৃষি নির্ভর বানায়নের সঙ্গে যুক্ত হবে। পরিবেশ, জলবায়ু ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা ভারতের এই কম কার্বন-উৎপাদনকারী অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়াকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। গগন সিধু, ডিরেক্টর, সিইডব্লিউ সেন্টার ফর এনার্জি ফিন্যান্স (সিইডব্লিউ - সিইএফ) বলেন, ‘এবারের বাজেটে প্রস্তাব রহিত্তে সার্বভৌম গ্রিন বন্ডের। এটি থেকে বোঝা যায়, ভারত জলবায়ু সমস্যা নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন। ভারত ইউরোপের কিছু দেশের মতো এই ধরনের বন্ডের কথা ভেবেছে, যা ঘরোয়া কপোর্সেট গ্রিন বন্ড মতো তৈরি করতে সাহায্য করবে। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় কোম্পানির ইস্যু করা গ্রিন বন্ড বিদেশি ঋণ পুঁজি বাজারে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। তাই এই সার্বভৌম গ্রিন বন্ডের দাম যদি অপেক্ষাকৃত কম হয় অন্যান্য দেশের অনুপাতে, তাহলে বেসরকারি বা কপোর্সেট সেক্টর সবুজ নির্ভর লগির ক্ষেত্রে আগ্রহী হবে।’

কমল কাপ ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ এক মাসব্যাপী কমল কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হলো বুধবার। গত ১ জানুয়ারি মোট ৬৪টি দলকে নিয়ে রাজ্যের ইতিহাসে বৃহত্তম এই টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রিকেটার ছাড়াও আইপিএল খ্যাত কনিষ্ঠ শেঠও কমল কাপে খেলে গিয়েছে। সফল শুরুর পর এদিন সফল সমাপ্তিও ঘটলো। দীর্ঘ এক মাসব্যাপী টান টান লড়াইয়ের পর



ফাইনালে উন্নীত হয় ধর্মনগর যুবরাজনগরের যুবরাজ বনাম অশ্বিনী মার্কেটের দাস মেডিক্যাল হল। টসে জিতে টিম যুবরাজ প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৯ উইকেট

হারিয়ে তারা ১৭৩ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দাস মেডিক্যাল হল ১৪ ওভারে ১৩০ রান করতে সক্ষম হয়। ৪৩ রানে ম্যাচ জিতে খেতাব অর্জন করলো টিম যুবরাজ। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার



উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবতই উদ্যোক্তারা ক্রিকেট নিয়ে মানুষের এই উৎসাহে প্রবল আনন্দিত। ফাইনাল ম্যাচের পর হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। রীতিমত তারকার মেলা বসে যায়।

উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীক্ষ দেববর্মণ, রাজ্যের কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সমাজসেবী নীতি দেব, রাজ্য বিজেপি সভাপতি মানিক সাহা সহ



অন্যান্যরা। কমল কাপের উদ্যোক্তা তথা রাজ্যের কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল স্বভাবতই আত্মত্ব ম্যাচে যুব সমাজের উপস্থিতি দেখে আশুভ। তিনি বলেছেন, এটাই তো আমাদের লক্ষ্য। যুব সমাজ যাতে মাঠ এবং

খেলাধুলার নেশায় আসক্ত হয় সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা চার বছর ধরে কমল কাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত করছি। মাঠকে ভালোবেসে যুব সমাজ এগিয়ে আসুক। এটাই চাই আমরা। উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীক্ষ কুমার দেববর্মণ

এরকম একটি ছোট মাঠে বিশাল সংখ্যক দর্শক দেখে মুগ্ধ। তিনি বলেছেন, দেশে ক্রিকেট দ্বিতীয় ধর্ম। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ এখানে ভিড় করে। এরকম বিশাল আকারের প্রতিযোগিতা তিনি এরাঞ্জো আগে দেখেননি বলে জানিয়েছেন। একই কথা বলেছেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও। পাশাপাশি এই ধরনের একটি উদ্যোগ নেওয়ার জন কারামন্ত্রী তথা প্রধান উদ্যোক্তা রামপ্রসাদ পাল-কে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। উদ্যোক্তা এবং দর্শকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অন্যতম অতিথি তথা সমাজসেবী নীতি দেবও। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি প্রত্যেকের মান জয় করে নিয়েছেন।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি।। যশ ধূলের দুরন্ত শতরান এবং শেখ রশিদের ৯৪ রানে ভর করে অস্ট্রেলিয়াকে ৯৬ রানে হারিয়ে উড়িয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে চলে গেল ভারত। আগামী শনিবার তারা ফাইনাল খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। প্রথমে ব্যাট করে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৯০ তুলেছিল ভারত। জবাবে অস্ট্রেলিয়া শেষ ১৯৪ রানে। বুধবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতের অধিনায়ক যশ ধূল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ের দাপটে শুরুতে বিপদে পড়ে যায় ভারত। ছন্দে থাকা অদিক্রিশ রঘুবংশীকে ৬ রানে ফিরিয়ে নেন উইলিয়াম



সালজমান। ৩৭ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট হারায় ভারত। এ বার ফেরেন হার্নুর সিংহ (১৬)। এই সময়েই হাল ধরেন সহ-অধিনায়ক শেখ রশিদ এবং অধিনায়ক যশ। তৃতীয় উইকেটে ২০৪ রানে জুটি গড়েন দু'জনে মিলে। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের উপর শাসন করতে থাকেন তাঁরা। তবে ৪৬তম ওভারে পরপর দুই বলে দু'জনকেই ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে কিছুক্ষণের জন্য ম্যাচে ফেরান জ্যাক নিসবেট। দুরন্ত খেলে ১০টি চার এবং একটি ছক্কার সাহায্যে ১১০ বলে ১১০ রান করে ফিরে যান যশ। ১০৮ বলে ৯৪ করেন রশিদ।

সিনিয়র লিগে অঘটন ঘটালো লালবাহাদুর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ সিনিয়র লিগ ফুটবলে বুধবার রীতিমত অঘটন ঘটালো লালবাহাদুর ব্যামাগার। আসরের অন্যতম ফেভারিট ফরোয়ার্ড ক্লাবকে ন্যূনতম গোলে হারিয়ে দিলো। আগের ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে হারলেও লড়াই করেছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব। কিন্তু এদিন একপ্রকার কুংসিত ফুটবল উপহার দিলো তারা। সেই সাথে সুপারে স্থানও নিশ্চিত করতে পারলো না। এদিন জিতলে সুপার লিগে নিশ্চিত হয়ে যেতো ফরোয়ার্ড ক্লাব। কিন্তু হেরে যাওয়ার ফলে পরবর্তী ম্যাচগুলির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে, খাদের কিনারায় থাকা লালবাহাদুর ক্রমশঃ জেগে উঠছে। খুব খারাপভাবে রাখাল শিষ্ট শুরু করেছিল তারা। লিগের প্রথম ম্যাচে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনক্রমে ড্র করে। এরপর থেকেই তাদের খেলার মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব। জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে জয় পেয়েছিল। এদিন ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে আভারডগ হিসাবে মাঠে নামে। প্রথমার্ধে খুব ভালো ফুটবল খেললো। বলা যায়,

ফরোয়ার্ড ক্লাবের শোচনীয় ব্যর্থতার ফায়দা তুললো লালবাহাদুর। এগিয়ে চল সংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব সুপার লিগে মোটামুটিভাবে নিশ্চিত। বাকি দুইটি স্থানের জন্য লড়াইয়ে আছে ফরোয়ার্ড ক্লাব, লালবাহাদুর এবং বীরেন্দ্র ক্লাব। বলা যায়, এদিন ফরোয়ার্ড-কে হারিয়ে সুপারে উঠার লড়াই জমিয়ে দিলো লালবাহাদুর। দলগত শক্তির বিচারে এগিয়ে চল সংঘ কিবা ফরোয়ার্ডের চেয়ে অনেক পিছিয়ে লালবাহাদুর। তারপরও এদিন জয় পেয়েছে মূলতঃ ফরোয়ার্ড ক্লাবের ব্যর্থতায়। দ্বি-মুকুট জয়ের লক্ষ্যে বড় বাজটের দল গড়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। শিষ্ট জয়ের স্বপ্ন ইতিমধ্যেই শেষ। এবার লিগ ঘরে আসবে কি না তা সময়ই বলবে। তবে এদিন তারা যে ফুটবল উপহার দিলো তা অব্যাহত থাকলে লিগেও ডুবতে হবে। ফরোয়ার্ড ক্লাবকে খেলতে হবে রামকৃষ্ণ ক্লাব এবং পুলিশের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ সুপারে যাওয়ার এখনও প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এরপর কি হবে তা সময়ই বলবে। ম্যাচের শুরু থেকেই এদিন লালবাহাদুর অন্য ম্যাচের তুলনায় ভালো ফুটবল

পদকজয়ীদের বিশেষ সম্মান

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি।। বিশ্বমঞ্চে তাঁরা দেশকে গর্বিত করেছেন। তাঁদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের হাত ধরেই টেকিও অলিম্পিক থেকে এসেছে একগুচ্ছ পদক। আর তাই তাঁদের বিশেষ সম্মান দিতে চলেছে দিল্লি সরকার। এবার অলিম্পিকে উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মূর্তি বসছে রাজধানীতে। উত্তর দিল্লির মুকুন্দ চক থেকে এমসিডি কলোনি পর্যন্ত প্রায় ৯০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তাকে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে চলেছে পিডব্লিউডি। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাস্তা সংস্কার প্রকল্পের অন্তর্গতই এই কর্মসূচি। সেই রাস্তারই নাম দেওয়া হচ্ছে থাকবে খেলার আমেজ। রাস্তার দু'ধারে শোভা পাবে খেলা সংক্রান্ত নানা স্থাপত্য, মূর্তি। নোভজয়ী জ্যাভলিন ধ্রোয়ার নীরজ চোপড়া থেকে শালার পিভি সিদ্ধু, বন্সার

●এরপর দুইয়ের পাতায়

সরকারিভাবেই রয়েছে খেলার অনুমতি

রাজ্যের সিংহভাগ ক্রীড়া সংস্থাই জেলা ও রাজ্য আসরে ব্যর্থ হচ্ছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যে সরকারিভাবেই খেলাধুলার অনুমতি রয়েছে। সুইমিং পুল, জিমন্যাসিয়াম, ইন্ডোর হল সব খেলা, খোলা খেলার মাঠ। ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও রাজ্যের সিংহভাগ স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা তাদের জেলাভিত্তিক এবং রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়ার উদ্যোগ নিতে পারেনি বা তাদের নেওয়ার কোন উদ্যোগ নেই। যদিও অতীতে ডিসেম্বর থেকেই সিংহভাগ স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থার রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া শুরু হতো। কিন্তু করোনায় জন্য ২০২০ সাল থেকেই রাজ্যে খেলাধুলার উপর একটা বড় প্রভাব পড়েছে। তবে ২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজ্যে ১ অগস্ট (২০২১) থেকেই কিন্তু খেলাধুলার সরকারি অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ ছয় মাস হয়ে গেছে রাজ্যে খেলাধুলার অনুমতি রয়েছে। এই সময়ে বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলা হলেও অধিকাংশ

ইভেন্টের কিন্তু রাজ্যভিত্তিক খেলা হয়নি। এক সময় রাজ্যে যে সমস্ত ইভেন্টের জনপ্রিয়তা ছিল সেই সমস্ত ইভেন্টেরও এই বছর রাজ্যভিত্তিক আসর হয়নি। যতটুকু খবর, অ্যাথলেটিক্স, জিমন্যাস্টিক্স, হ্যান্ডবল, কাবাডি, খো খো, ভলিবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, ফুটবলের মতো জনপ্রিয় ইভেন্টের এবার রাজ্যভিত্তিক আসর হয়নি। ফুটবল হয়তো আগামী মার্চ মাসে আটকে আছে। তবে বাস্কেটবলের কোন খবর নেই। খবর নেই ক্রিকেটের, খবর নেই জিমন্যাস্টিক্স এবং অ্যাথলেটিক্স-রও। তবে এক্ষেত্রে রাজ্য ক্রীড়া পর্যদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন আছে। কেননা ক্রিকেট ছাড়া অন্য সব ইভেন্টের রাজ্য আসরে ক্রীড়া পর্যদের সরকারি অনুদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলা

চলে। জানা গেছে, ফুটবল, ক্রিকেট ছাড়া অন্য সব ইভেন্টে টাকাই বড় সমস্যা। এছাড়া অবশ্য কিছু আয়োজকদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাও আছে। পাশাপাশি এক ইভেন্টে দুইটি আয়োজকসিএন ইস্যু। অ্যাথলেটিক্স, বাস্কেটবল, ভলিবল, হকি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে একাধিক কমিটি। তবে জিমন্যাস্টিক্স ইভেন্টের কিন্তু রাজ্য আসর সময় মতো করা সম্ভব ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তারা এখনও ২০২১ সিজনের রাজ্য আসর করতে পারেনি। অ্যাথলেটিক্স-র দুইটি কমিটি ফলে খেলাধুলা লাটে উঠেছে। টেবিল টেনিসে নাকি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কমিটি এক প্রকার অস্তিত্বহীন। ফলে অস্তিত্বহীন কমিটির পক্ষে খেলাধুলার আয়োজন করে করবে। তবে পেছনের দরজা দিয়ে জাতীয় আসরে দল পাঠানো, তিনরাজ্যের ছেলে-মেয়েদের অনুরোধ করা হয়েছে। বাস্কেটবলেও

একই ঘটনা। কয়েক বছর ধরে রাজ্যভিত্তিক বা মহকুমা স্তরে কোন খেলা না হলেও একটা গোষ্ঠী কিন্তু নিয়মিত খেলার আসরে দল পাঠায়। আর তাতে চুটিয়ে খেলে যাচ্ছে ভিনরাজ্যের ছেলে-মেয়েরা। হকিতেও তাই। যারা রাজ্যে কোন খেলাধুলার আয়োজন নেই তারাই দল পাঠায় এবং তাতে ভিনরাজ্যের ছেলে-মেয়ে। ঘটনা হচ্ছে, রাজ্যভিত্তিক খেলা হউক বা জেলার আসর কিবা জাতীয় আসরে দল পাঠানো। দেখা যাচ্ছে, না ক্রীড়া দফতর না ক্রীড়া পর্যদের এই ব্যাপারে কোন মজবুরি বা নিয়ন্ত্রণ আছে। অভিযোগ, খোদ ক্রীড়া পর্যদের অনুমোদিত অনেক রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা যে বছরের পর বছর না জেলা মিট না রাজ্য আসর করতে সেই হেলদোল বা ভূমিকা নেই। এক্ষেত্রে অবশ্য ক্রীড়া পর্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, যেহেতু তারা সরকারি অনুদান দিতে ব্যর্থ তাই তারা কোন কিছুতেই খোঁজ রাখে না।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ যারোয়া ক্রিকেট নিয়ে টালবাহানা চলাছেই। এরই মাঝে কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। চলতি মাসেই যাতে যারোয়া ক্রিকেট শুরু করা যায় তার চেষ্টা শুরু হয়েছে। মূলতঃ সচিব তিমির চন্দ এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। গোটা রাজ্য জুড়ে করোনার তৃতীয় ডেউ চলাকালীন সময়েও সব কিছু শুরু হয়ে যায়নি। পাড়ায় পাড়ায় চলছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক আসর। রাজ্য ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা টিএফএ-ও তাদের যারোয়া আসর শেষ করার পথে। সেখানে ব্যতিক্রম রাজ্যের ধনীতম ক্রীড়া সংস্থা টিসিএ। লোকবল কিংবা অর্থবলে যারা অন্য সংস্থাগুলিকে কিনে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে তারা ই আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিকেটয় কর্মকাণ্ড থেকে অনেকটা

দূরে অবস্থান করছে। গত বছরের মার্চ মাসে সচিবকে অপসারণ করার পর থেকে মূলতঃ সভাপতি এবং যুগ্মসচিব টিসিএ-র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠে। অভিযোগ, এদের প্রত্যক্ষ মদতেই কয়েকটি মহকুমা সংস্থা ক্রিকেট বন্ধের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। অধিকাংশ মহকুমা সংস্থাকে তারা ম্যানেজ করতে পারেনি। যেসব মহকুমা সংস্থাগুলি মূলতঃ ধান্দাবাজির জন্য গঠিত হয়েছে সেসব কমিটির কার্যকরী নাকি চাননি যারোয়া ক্রিকেট শুরু হোক। টিসিএ-ও এমন কয়েকজনকে সমর্থক হিসাবে পেয়ে গোটা রাজ্যে ক্রিকেট বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে উচ্চ আদালতের রায়ে ফের সচিব পদে বহাল হয়েছেন তিমির। তিনিই নাকি উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে চলতি মাসে যারোয়া ক্রিকেট শুরু করা যায়। যারোয়া

ক্রিকেট বলতে অনূর্ধ্ব ১৫। সভাপতি এবং যুগ্মসচিবের এই মরশুমি অবদান অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট এবং মহিলাদের একটি আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা। এমনই অপদার্থ ভূমিকায় তাদের দেখা গেছে যে, টানা দুই বছর দলবলল অনুষ্ঠিত করতে পারেনি। এই অবস্থায় সচিব চেষ্টা শুরু করেছেন যাতে ক্রিকেট ফের স্বাভাবিক হয়। তবে ক্রিকেট মহলের আশঙ্কা, যেরকম কর্তৃন সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে রাজ্যের ক্রিকেট তাতে এই অবস্থা স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। হয়তো অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট করাই মরশুমি হুঁচি টানতে হবে। কারণ সদরভিত্তিক ক্লাব ক্রিকেট করা আপাতত অসম্ভব। গত সেক্টরকে নির্ধারিত সময়ে দলবল প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ফলে ক্লাব ক্রিকেট করলে দলগুলি কাদের নিয়ে মাঠে নামবে?

মহকুমাগুলির ক্ষেত্রে এই সমস্যা নেই। তাই সচিবের কাছে ক্রিকেট প্রেমীদের আবেদন, সদরের ক্লাব ক্রিকেট করা সম্ভব না হলেও মহকুমাগুলি যাতে ক্লাব ক্রিকেট শুরু করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেটের শুরুর করার আবেদনও জানানো হয়েছে। মহকুমাগুলি রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেটে জুনিয়র ক্রিকেটারদেরে প্রাধান্য দেয়। এভাবে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

উদয়পুরে

উন্মুক্ত দাবা

৬ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে একটি উন্মুক্ত দাবা অনুষ্ঠিত হবে। কেবিতাই স্কুলের হলঘরে হবে এই প্রতিযোগিতা। এর উদ্যোক্তা লাংমানি হাদুক সোসাইটি। প্রথম সাতজনকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া অনূর্ধ্ব ৮, ১০, ১২, ১৪ এবং ১৬ বিভাগের প্রথম তিন স্থানধিকারী দাবাড়ুকেও পুরস্কৃত করা হবে। রয়েছে সেরা মহিলা দাবাড়ু এবং প্রবীণ দাবাড়ুর পুরস্কার। আসরকে আকর্ষণীয় করে তুলতে আরও বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে উদ্যোক্তারা। অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ৩০০ টাকা এন্ট্রি ফি সহ নাম জমা দিতে বলা হয়েছে। অংশ নেওয়ার শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি। খেলা পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক আরবিটার প্রদীপ কুমার রায়। উদ্যোক্তা সংস্থার সচিব রাজু মজুমদার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

রঞ্জিতে তো খেলবে মাত্র ১৭ জন

রাজ্যের ২৫০ ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ শেষ করে দিচ্ছে মানিক, কিশোর-রাই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ গত বছর বিসিসিআই করোনায় রঞ্জি ট্রফি ওয়ানডে এবং টি-২০ খেলে সারা বছরের রোজগার করে তাই বিসিসিআই ক্রিকেটারদের কথা ভেবে রঞ্জি ট্রফি এবং মহিলা টি-২০ খেলা না হওয়া সত্ত্বেও ম্যাচ মানির ৫০ শতাংশ অর্থ পেমেন্ট করে। ২০১৯-২০ সিজনে যারা খেলেছিল তাদেরই ২০২০-২১ সিজনে ওই টাকা দেওয়া হয়। ত্রিপুরার ক্রিকেটাররাও টাকা পায়। এই বছরও রঞ্জি ট্রফি না হলে দেশের প্রায় ৭৬০ ক্রিকেটার (৩৮টি দলে ২০ জন করে) আর্থিক সংকটে পড়বে ভেবে বিসিসিআই রঞ্জি ট্রফির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রঞ্জি ট্রফিতে এবার একমাত্র ক্রিকেটার ক্লাব ক্রিকেট খেলবে। প্রথমতঃ রঞ্জি ট্রফির খেলা হলে ওই ৭৬০ জন ক্রিকেটার আর্থিকভাবে লাভবান হবে। দ্বিতীয়তঃ সারা বছরে একমাত্র রঞ্জি ট্রফিতে লাভ বলে চারদিনের ম্যাচ খেলার সুযোগ। অর্থাৎ একদিনের রঞ্জি ট্রফির

আয়োজনে সিনিয়র ক্রিকেটাররা কয়েক লক্ষ টাকা করে পাবে এবং অন্যদিকে তারা লাভ বলে চারদিনের ম্যাচ খেলতে পারবে। অর্থাৎ সৌরভ গাঙ্গুলি এবং জয় শাহ-দের চিন্তায় ক্রিকেটারদের আর্থিক উন্নতি এবং পাশাপাশি ম্যাচ খেলার গুরুত্ব। কিন্তু ত্রিপুরা ক্রিকেটে রাজ্যের ক্রিকেটারদের না আর্থিক উন্নতির কোন চিন্তা না তাদের ম্যাচ খেলার গুরুত্ব দেওয়া। রঞ্জি ট্রফিতে রাজ্যের ২০ জন সিনিয়র ক্রিকেটার সুযোগ পাবে। এই ২০ জন ক্রিকেটার কয়েক লক্ষ টাকা করে পাবে এবং তারা ৩-৪টি ম্যাচ খেলবে। ২০ জনের মধ্যে আবার ৩ জন অতিথি। অর্থাৎ ৩৭ লক্ষ মানুষের মধ্যে রাজ্যের ১৭ জন খেলার সুযোগ পাবে। সেই জায়গায় যদি ১৪টি যারোয়া ক্রিকেটে অংশ নেয় তাহলে রাজ্যের প্রায় ২৫০ ক্রিকেটার মাঠে নামার সুযোগ পাবে এবং তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবে। অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট যে, বোর্ডের পথে যদি টিসিএ ক্রিকেটমুখী হয় তাহলে রাজ্যের প্রায় ২৫০ জন সিনিয়র ক্রিকেটার ক্লাব ক্রিকেট খেলে আর্থিকভাবে লাভবান হবে। গত বছর যারোয়া ক্লাব ক্রিকেট হয়নি। ফলে রাজ্যের ওই ২৫০ জন ক্রিকেটার একদিকে আর্থিকভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং অন্যদিকে ম্যাচ খেলার কোন সুযোগই পেলো না। এই বছরও এখন পর্যন্ত এই চিন্তা। মানিক সাহা নাকি জীবনে কোন রাজ্য দলে বা কোন ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলেননি। কিশোর দাস অন্তবিস্তর ক্রিকেট নাকি খেলেছেন। কিন্তু ত্রিপুরা ক্রিকেটে রাজ্যের খেলা যুগ্মসচিবই নাকি চাইছেন না রাজ্যে ক্লাব ক্রিকেট, মহকুমা ক্রিকেট হউক। রাজ্যের ক্রিকেটাররা ক্লাব ও মহকুমা ক্রিকেটে খেলে আর্থিকভাবে লাভবান হউক এবং ম্যাচ খেলে ক্রিকেটে উন্নতি করুক। টিসিএ-র ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটির এক কর্তা কে এখন প্রকাশেই বলছেন যে, তারা চাইলেও কাজ হচ্ছে না। যুগ্মসচিব নাকি তাদের আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট ও মহকুমা ক্লাব ক্রিকেটের কোন উদ্যোগ নিতে না করে যাচ্ছেন। ঘটনা হচ্ছে, মানিক সাহা শতদল সংঘের প্রতিনিধি। কিশোর দাস হার্ডের প্রতিনিধি, কোষাধ্যক্ষ পোলস্টার ক্লাবের প্রতিনিধি। আগরতলার ক্রীড়াঙ্গনে এই তিনটি ক্লাবের যা কিছু পরিচয় কিন্তু ক্রিকেটে। কিন্তু ক্লাব প্রতিনিধি হয়েও মানিক, কিশোর-রা আজ ক্লাবগুলির পাশাপাশি ক্রিকেটারদের সর্বনাশ করে যাচ্ছেন বলে ক্রিকেট মহলের অভিযোগ।

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

৩ 9436940366

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

শ্যাম সুন্দরের শুভ বিবাহ উৎসব চলবে পনেরো ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত



থ্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের শুভ বিবাহ উৎসবের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়েছে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উৎসব চলবে। বিশেষ করে ভ্যালেন্টাইন ডে'কে সামনে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছে। শুভ বিবাহ উৎসবের মধ্য দিয়ে গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে আছে স্বর্ণ এবং হীরের গয়নার মেকিং চার্জ ৪০ শতাংশ ছাড়। এছাড়া দুবাই এবং আবুধাবিতে স্বপ্নের হানিমুনের সুযোগ। প্রতি ক্রেনাকাটাতে থাকছে নিশ্চিত পুরস্কার। শুভ বিবাহ অংশের

সূচনা করেছিলেন। অভিনেত্রী এনা সাহা। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহা রাজবাসীর উদ্দেশে জানিয়েছেন এখন আরও কিছু নতুন অলঙ্কারের সম্ভার রাখা হয়েছে। একইভাবে সংস্থার কর্ণধার অপিতা সাহাও সবাইকে এই সুযোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

যান সন্ত্রাসে মৃত্যু মন্ত্রীর দেহরক্ষী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরা হলো না মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের দেহরক্ষী। রাস্তা যান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম রাজেন্দ্র দেববর্ম। তিনি মান্দাই বাড়ি ফেরার পথেই একটি গাড়ির মুখোমুখি হয়ে ছিলেন। টিএসআর জওয়ান রাজেন্দ্র গত কয়েক বছর ধরেই মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করছিলেন। রাত ১১টা নাগাদ



ডিউটি সেরে মান্দাইয়ে নিজের বাইকেই বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তার বাইক। সন্তোষ অবস্থায় রাজেন্দ্রকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার সকালে খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। তিনি বলেন, রাজেন্দ্র তার পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাততে আমার সঙ্গে কাজ করার পর বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তায় যান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। এদিন মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব হাসপাতালে ভর্তি রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মাকেও দেখতে যান।

নেশাদ্রব্য সহ আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। শহরে বাড়ছে নেশার ব্যবসা। প্রকাশ্য বাজারেই এখন নেশাদ্রব্য নিয়ে বেিরিয়ে পড়ছে নেশা কারবারিরা। বুধবার এমনই একজনকে আটক করেছেন স্থানীয়রা। তার নাম বিশ্বজিৎ সাহা। তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, শ্যামলী বাজার এলাকায় সন্ধ্যায় নেশার কোটা বিক্রি করছিল বিশ্বজিৎ। সে নিজেও নেশায় আসক্ত হয়েছিলেন। তাকে আটক করে ফেলেন স্থানীয়রাই। একদিন আগেও নন্দননগর এলাকায় চুরির অভিযোগে এক নেশাখোরকে



আটক করেছিলেন স্থানীয়রা। জিবি চন্দ্র এলাকায় নেশাখোরদের সংখ্যা প্রত্যেকদিন বাড়ছে বলে অভিযোগ। প্রকাশ্যেই এখন নেশাদ্রব্য বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradice Chowmuhan, Near Khadi Gramodyog Bhavan, Agartala - 8787626182

গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থেকে রিফ ও পায়খানা পরিষ্কার রাখে।

Nur-o-Gas Tab.

MRP : 172/-

খুচরা ও পাইকারি পাওয়া যায়

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

ভুল রিপোর্ট জিবিপি'তে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। আবারও জিবিপি হাসপাতালের গাফিলতির অভিযোগ উঠলো। এক রোগীকে ভুল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এই ঘটনা ঘিরেই বুধবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে জিবিপি হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের সামনে। জানা গেছে, মোহনপুর এলাকার বাসিন্দা তপন রায়কে মঙ্গলবার জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তার দুটি কিউনি খারাপ হয়ে গেছে বলে চিকিৎসকরা জানান। এর আগে অবস্থা জিবিপি হাসপাতালের প্যাথলজিতে তপন রায়ের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই রিপোর্ট দেখে চিকিৎসকরা তার কিউনি খারাপ বলে মন্তব্য করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পরিবারের লোকজন নিশ্চিত হতে হাসপাতালের বাইরে গিয়ে বেসরকারিভাবে আবারও রক্ত পরীক্ষা করান। এই রিপোর্ট অনুযায়ী কিউনি ঠিক রয়েছে তপনের। এর পরই শুরু হয় উত্তেজনা। হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে ভুল রিপোর্ট দেওয়া হয় বলেও

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

আদালত বিক্রয়

এখানে পুরাতন আদালত ইট, চিপস, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন বিক্রয় হয়।

“শিবশক্তি কেরিং সেন্টার”

8413987741

9051811933

বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

GRAMMAR & SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— যোগাযোগ করুন : —

Mob - 9863451923

8837086099

বাড়ি বিক্রয়

৪ (চার) গন্ডা জায়গাতে RCC Building সহ A.D. Nagar, হাইরমারা হারজিৎ সংঘের কাছে বাড়ি অতিসস্তর বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ —

শ্রী রজত কান্তি ঘোষ (বাচ্চু)

Mob - 7005944895

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৪৮,৩৫০

ভরি : ৫৬,৪০৮

থানার দ্বারস্থ আক্রান্তরা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। কাকাতো ভাইয়ের হাতে আক্রান্ত কাকিমা এবং ভাই। এই ঘটনায় আক্রান্তরা পশ্চিম মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন। অভিযুক্ত ভাইয়ের নাম অনিবার্ণ দেব। ঘটনাটি হয়েছে আগরতলা মিলনচক্রের নিবেদিতা হাউসার এলাকায়। এই এলাকাতেই বুধবার সকালে চিরন্তন দেব এবং তার মা সঙ্গীতা দেবকে মারধর করে অনিবার্ণকে থেংফতার করেনি। নিয়ে চিরন্তন এবং সঙ্গীতা ছুটে যান এডিনগর থানায়। সঙ্গীতা

দেবের লিখিত অভিযোগটি পশ্চিম মহিলা থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পশ্চিম মহিলা থানার সামনেই সঙ্গীতা দেব জানান, অনিবার্ণ বহুদিন ধরেই তাদের বিশ্রিভাবে গালাগালি দিচ্ছিল। বিভিন্ন সময় এসে মারধর করে। মোবাইলে ফোন করে বিশ্রি ভাষায় কথা বলে। এসব অত্যাচার আর সহ্য করা যায় না। বাধ্য হয়েই আমরা থানায় দ্বারস্থ হয়েছি। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ অনিবার্ণকে থেংফতার করেনি। পুলিশের দাবি, পারিবারিক ঝামেলা ঘিরেই এমন হয়েছে।

বাস্য এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসস্তর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, ধেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যত্না অথবা শত্রুমন, সন্তানের চিত্রা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফান সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসস্তর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অন্তঃ-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল : 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

NIOS / COMPUTER / SPOKEN ENGLISH

যেসব ছাত্রছাত্রী ও চাকুরীজীবী VIII পাশ বা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ফেল তাহা NIOS Open Board থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এবং ছোট বড়দের Short Time ও Long time Computer, Spoken English কোর্সে ভর্তি চলছে।

Contact - Popular Computer Academy

Joynagar Busstand, Agartala, West Tripura

Ph: 7005605004 / 9774349322

VISION CONSULTANCY

Admission Point

We Provide Admission Guidance for

MBBS / BDS / BAMS

TOP PRIVATE

MEDICAL COLLEGES IN INDIA

(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Maryana, Bihar, Orissa & Other)

LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : 9560462263 / 9436470381

Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

ATTENTION RUBBER TRADERS AND RUBBER FARMERS

We help to get Rubber board licence, GST, MSME registration for unregistered traders.

Other Activities :

Business development guidance, project report for PMEGP, Trade loans with or without subsidy

For Farmers only

Guidance to estate farmers for increasing yield and quality, Estate inputs, acid, mini modern smoke house etc.

For details

MAA ENTERPRISE

Kumarghat, Unokoti, Tripura

(M) 8974693460 / 7994669119 / 7085442220

অসহায় এক বৃদ্ধা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। বয়স্ক এক মহিলাকে শহরের রাস্তায় ফেলে চলে গেলেন সন্তানরা। এই মহিলা নিজের নাম-পরিচয় পর্যন্ত বলতে পারছেন না। প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেই এই মহিলাকে রেখে পালিয়ে যায় সন্তানরা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে শহরের প্যারাডিস চৌমুহনিতে। পথচলতি লোকজন এই মহিলাকে পশ্চিম মহিলা থানায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। তিনি ঠিকভাবে কথাও বলতে পারছেন না। শুধু বলছেন বাড়ির লোকজনই তাকে প্যারাডিস চৌমুহনির পাশে রাস্তায় বসিয়ে চলে গেছেন। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘিরে পথচলতি লোকজন পাশও সন্তানদের থেংফতার করারও দাবি তুলছেন। কয়েকদিন আগেই এভাবে এক বয়স্ক মহিলাকে আইজিএম'র সামনে ফেলে গিয়েছিল তার

ছেলে। দুদিন পরই ওই মহিলার মৃত্যু হয়। ওই মহিলাকে আইজিএম'র সামনে অন্য এক মহিলা মারধর করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। এবার আরও একজন বৃদ্ধা মাকে রাস্তায় ফেলে গেলো তার সন্তানরা। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই বৃদ্ধাকে এভাবে ফেলে



যাওয়ার ঘটনায় শহরবাসীদের মানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এভাবে মা-বাবাকে ফেলে যাওয়ার ঘটনায় একের পর এক বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে মানবিকতার শিক্ষার পাঠ দেওয়ারও দাবি

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

NM নাইটিংগেল নার্সিং হোম

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্ল লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতলতাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ, চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

যোগাযোগ :

0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free মেবা 3 ঘন্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রশ্নে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গল্পধন, কর্তব্য বাধা, গুপ্তবিন্দু কলজাদু, মুঠকরণ, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

যারে বাসে A to Z সমস্যার সমাধান

বাবা আমিন সুফি যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর যারে বশেই জড়ত সমাধান পান

স্পেশালিস্ট ও বশীকরণ, মুঠকরণ এবং কালজাদু

Contact 9667700474

BEFORE THE NOTARY PUBLIC AGARTALA : WEST TRIPURA AFFIDAVIT

I, SMT. LILIMA SAHA, W/o. Sri Sandipan Saha, D/O. Late Radha Raman Saha, resident of Srinagar, Kalibari, Badharghat, P.S- A.D. Nagar, Dist- West Tripura, by faith - Hindu, by profession- Housewife, aged about 54 years, a citizen of India, do hereby solemnly affirm on oath and declare as follows :-

1. That, my actual style of name is **LILIMA SAHA** but in my deceased father Survival Certificate vide No. F.5(29)-SDM/SDR/GL/08/1165, Dated 26 Sep, 08 of- office of the SDM, Sadar, West Tripura the name has been recorded wrongly **SMT. NILIMA SAHA.**

2. That, I am absolute owner of a land within Mouja- Agartala Sheet No. 16, Khatian No. 1139, Hal Dag No. 1614, 1618/2196, Tehasil- Agartala Purba along with my seven co share holder's in which my style of name has been recorded wrongly **NILIMA SAHA** in place of my actual style of name is **LILIMA SAHA.**

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM

Email: newradhank@gmail.com

India's first choice in furniture is NOW IN AGARTALA!

UP TO 40% OFF

FLAT 10% OFF + 2 PILLOWS FREE ON PURCHASE OF A MATTRESS

Nilkamal®

FURNITURE IDEAS